স্মরণিকা

রজতজয়ন্তী
সাফল্যের ২৫ বছর
উদযাপন

১৯৯৫ - ২০২০

কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড

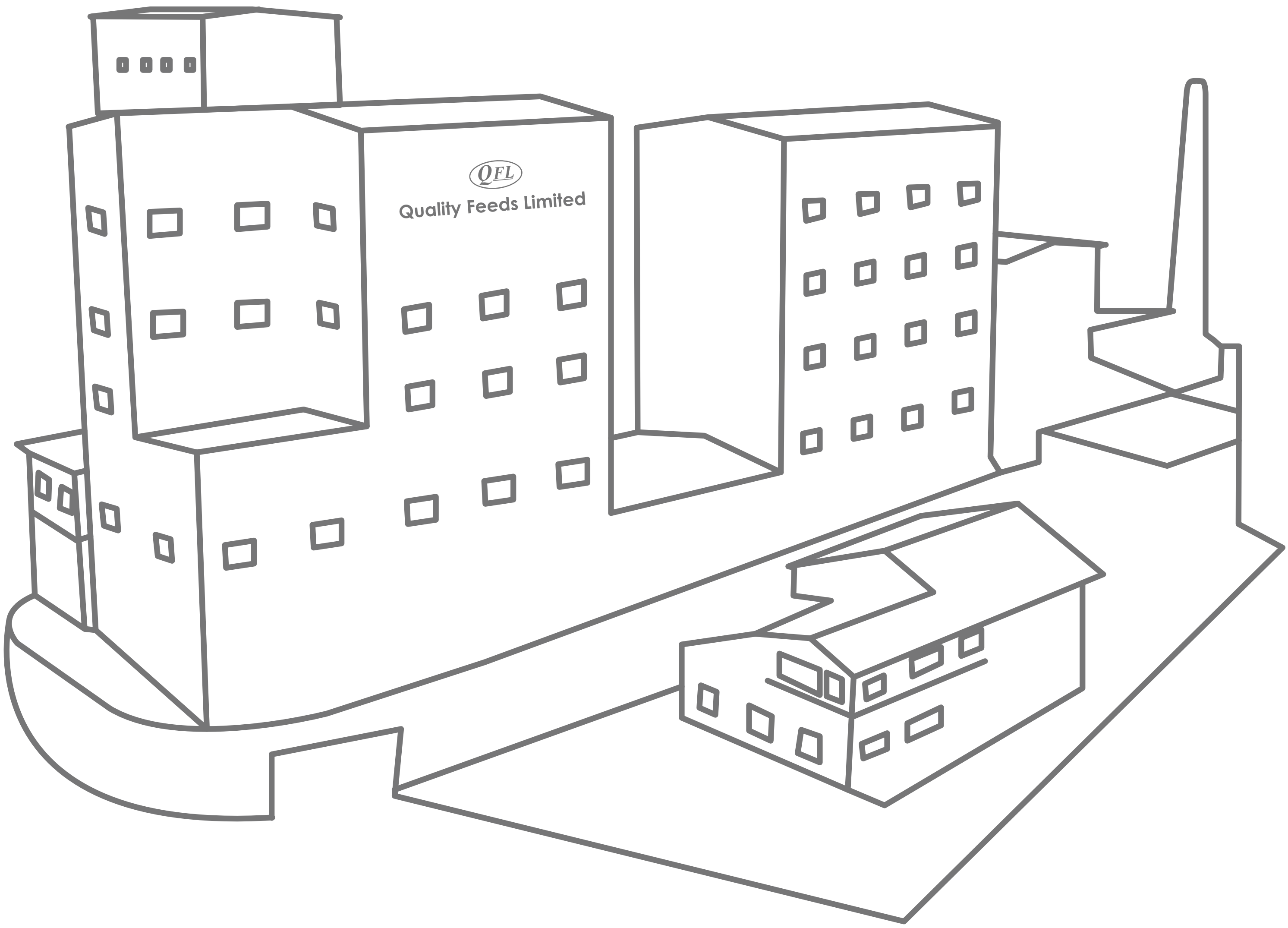

১৯৯৫ - ২০২০

২৫ বছর পূর্তিতে
সকল অংশীদার ও শুভানুধ্যায়ীদের
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

QFL

কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড

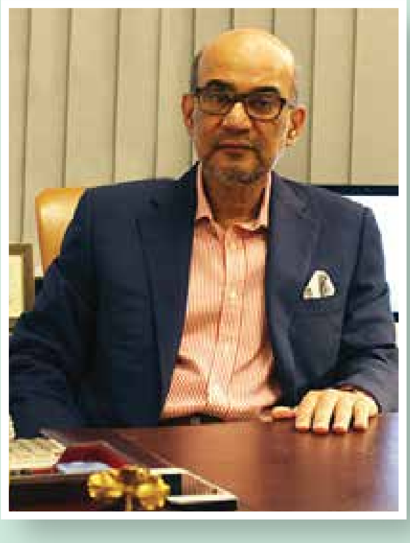

بسم الله الرحمن الرحيم

এম. কায়সার রহমান
চেয়ারম্যান
কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড

প্রিয় সুধী,

কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেডের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই স্মরণিকা প্রকাশ। স্মরণিকাটি অতীত সাফল্য এবং অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার হিসেবে সংরক্ষিত থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

এই শুভ মুহূর্তে মহান আল্লাহপাকের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি এবং ২৬ বছরের এই যাত্রাপথে আমাদের সব সাথীকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এই স্মরণিকাটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য স্মৃতিময় ও শিক্ষামূলক একটি নিদর্শন হিসেবে থাকবে বলে আমার বিশ্বাস। আমার এই লেখায় আমাদের ২৬ বছর যাত্রার শুরুতে মরহুম ইয়াহিয়া খাঁনের অনুপ্রেরণা ও অনুগ্রহ গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। আহসান হায়দার চৌধুরী রাসেলসহ যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারী, এজেন্ট, খামারি ও শুভানুধ্যায়ীরা আমাদের ছেড়ে চির বিদায় নিয়েছেন তাদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাদের অবদানকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। ২৫ বছরের দীর্ঘ পথ চলার সাথী হিসেবে যারা আমাদের সাথে এখনও আছেন কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড তাদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে যাদের নিরলষ প্রচেষ্টায় ২৫ বছর উদযাপন অনুষ্ঠান ও স্মরণিকা প্রকাশ হতে যাচ্ছে, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সবার সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেডের ভবিষ্যৎ সাফল্যের স্বপ্ন বাস্তবায়নে পুরাতন এবং নতুনদের অনুপ্রেরণায় শেষ করছি।

মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হন।

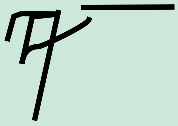

بسم الله الرحمن الرحيم

শাহরিয়ার হোসেন
ভাইস চেয়ারম্যান
কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড

কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেডের রজতজয়ন্তীতে সবাইকে শুভেচ্ছা।

কোম্পানি আজকের এ অবস্থানে পৌঁছানো এবং সাফল্যের রূপরেখা বাস্তবায়নে সব সাথীদের আন্তরিক প্রচেষ্টা, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে। এজন্য সব সাথীকে আন্তরিক মোবারকবাদ।

কোম্পানির ২৫ বছর পূর্তিতে এই স্মরণিকা প্রকাশ হচ্ছে। এই প্রকাশনার মাধ্যমে অতীত ও বর্তমান সময়ের স্মৃতিচারণ, অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ ও গৃহীত পদক্ষেপের যথাযথ মূল্যায়নের মাধ্যমে উন্নয়নের ক্রমবিকাশ সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। টেকসই ও আধুনিকায়নের চিন্তা থেকে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার বিবরণও এখানে রয়েছে। ধীরে ধীরে ও ধাপে ধাপে উন্নয়নের রূপকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা আগামী প্রজন্ম এখান থেকে দেখতে পাবে।

আজকের এ দিনে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি মরহুম ইয়াহিয়া খাঁনসহ আমাদের সম্মানিত এজেন্ট, খামারি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের। তারা আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে গেছেন। আমি সবার রুহের মাগফিরাত কামনা করছি।

আপনারা যারা দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের সাথে রয়েছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং করোনাকালীন এ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সবার সুস্থতা কামনা করছি।

আল্লাহ সবার মঙ্গল করুন।

بسم الله الرحمن الرحيم

এহতেশাম বি. শাহজাহান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড

কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেডের ২৫ বছর পূর্তিতে সবাইকে অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা। ২৫ বছরের ধারাবাহিক এই সাফল্যে যারা আমাদের সাথে নানাভাবে সম্পৃক্ত রয়েছেন তাদের সবার প্রতি রইল শুভ কামনা ও অনেক অনেক দোয়া।

ভাল লাগছে। ২৫ বছর পূর্তিতে অনেকদিন পর একটি স্মরণিকা প্রকাশ হতে যাচ্ছে, যেখানে কোম্পানি সম্পর্কে বিস্তারিত থাকছে। ধারাবাহিক উন্নয়নে দীর্ঘসময় ধরে খামারিদের পাশে পাওয়া ও তাদের আস্থা অর্জন বেশ কঠিন কাজ ছিল। কিন্তু আমরা দেখেছি এমন অনেক খামারি আছেন, যারা খামারি হিসেবে ব্যবসা শুরু করে আজ আমাদের বড় এজেন্ট। তারা ভাল কিছুর সাথে থাকার বিশ্বাস থেকে আমাদের সাথে আছেন বলেই আমরা নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এগিয়ে যাওয়ার সাহস পাই। এই স্মরণিকায় আমাদের এগিয়ে যাওয়ার ধারাবাহিক উন্নয়ন সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এটি সবার জন্যই একটি শিক্ষণীয় পাঠকণিকা হিসেবে থাকবে।

আমাদের শ্রদ্ধেয় সাথী মরহুম ইয়াহিয়া খাঁনসহ যাদেরকে হারিয়েছি তাঁদের অবদানকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি এবং তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। যাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এ স্মরণিকা প্রকাশ হতে যাচ্ছে, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

সবার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করছি।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

এস. এম. ফিরোজ
ডিরেক্টর
কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড

আস্‌সালামু আলাইকুম। কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, এজেন্ট, খামারি ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন।

সম্মানিত এজেন্ট ও খামারি ভাইয়েরা, ২৫ বছর সাফল্যের বড় অংশীদারই আপনারা। আমরা বিশ্বাস করি, আপনারাই কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেডের প্রাণ। আপনাদের অনুপ্রেরণা আর ভালবাসাই আমাদের সফলতার চাবিকাঠি। আপনারা পাশে আছেন বলেই আমরা প্রযুক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে সামনে এগিয়ে যেতে সাহস পাই। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে, যারা দীর্ঘদিন আমাদের সাথে থেকে সহযোগিতা করে আসছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন, ইনশা-আল্লাহ।

সবার সাফল্য ও মঙ্গল কামনা করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হন।

আল্লাহ হাফেজ।

بسم الله الرحمن الرحيم

গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

এ. এস. এম. ইয়াহিয়া খাঁন

১৯৪৮-২০২০

কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেডের স্পন্সর পরিচালক এ. এস. এম. ইয়াহিয়া খাঁন কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে ২০২০ সালের ১৯ অক্টোবর যুক্তরাজ্যের লন্ডনে স্থানীয় সময় রাত ৮টায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তিনি স্ত্রী, ৩ সন্তান ও ২ নাতি-নাতনী রেখে গেছেন। তাঁকে লন্ডনের ইটারনাল গার্ডেন কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। তাঁর মৃত্যুতে কোয়ালিটি পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেডের সাফল্যে তাঁর অবদান আমরা গভীর শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ রাখবো।

গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলী

শাহজাহানপুর, বগুড়া ফিড মিল উদ্বোধন, ২০০৫ ইং

শাহজাহানপুর, বগুড়া ফিড মিল উদ্বোধন, ২০০৫ ইং

কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড-এর ১০ বছর পূর্তি উদযাপন, ২০০৫ ইং

১০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এজেন্টদের মধ্যে পুরষ্কার বিতরণ, ২০০৫ ইং

কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড ২৫ বছরে পদার্পণ করে, ২০১৯ ইং

কিউ সেন্টারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, ২০১৯ ইং

কিছু স্মৃতি ও কিছু কথা

২৫ বছর আগে নভেম্বরের শুরুর দিকে যখন মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন ও আর্টিকেল অব এসোসিয়েশন তৈরি করছিলাম তখনই মনে মনে কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেডের (QFL) জন্ম হয়ে যায়। আমরা যে ফিড উৎপাদনে যাব- তা স্থির হয়ে যায় তারও এক মাস আগে। বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে ১৯৯৫ সালের ৪ ডিসেম্বর আমরা কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন করি। সেখান থেকেই আমাদের যাত্রা শুরু।

১৯৯৭ সালের শুরুতে কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেডের পণ্য বাজারে আসে। দুই বছরের মধ্যে আমরা পুরো প্লান্টের কাজ শেষ করি। এর পেছনে অনেকের অবদান আছে। এই মুহূর্তে আমি তিনজনের নাম নিতে চাই, যারা আমাকে ওই সময়ে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তারা হলেন সাবিনকোর তৎকালীন এমডি কুতুবউদ্দিন, আইপিডিসির তৎকালীন এমডি সিএম আলম এবং প্রাইম ব্যাংকের তৎকালীন এমডি মজিদ সাহেব। অনেকে মনে করেছিল, এই প্রজেক্ট আলোর মুখ দেখবে না। কিন্তু শেয়ারহোল্ডাররা আমার ওপর আস্থা রেখেছিলেন। তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই প্রকল্প ভাল করবে। যাত্রা শুরুর পর বাজারে অবস্থান তৈরি করতে আমাদের তিন বছর লেগে যায়। পরের গল্পটা তো ইতিহাস হয়েই আছে।

এসব অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে আমাদের আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে ২৫ বছরে আমাদের প্লান্টের উৎপাদন সক্ষমতা প্রতি ঘণ্টায় ৫ টন থেকে বেড়ে এখন ১৫০ টনে উন্নীত হয়েছে।

এই যাত্রা পথে প্রতিদিন আমরা নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। এমন কোন দিন ছিল না যেদিন আমরা নতুন কিছু শিখিনি। এই অভিজ্ঞতাই আমরা পণ্য উন্নয়ন, ভ্যালু চেইন ও গ্রাহকদের স্বার্থে বিনিয়োগ করেছি। বিনিয়োগ শুধু টাকায় বা টাকার জন্য হয় না। গ্রাহকদের সঙ্গে আস্থার সম্পর্ক তৈরি এবং তাদের চাহিদার জন্যও করতে হয়। এই বিনিয়োগের সুফল আমরা ২৫ বছর ধরে পাচ্ছি। বর্তমানে দেশের সুখী এবং সচ্ছল প্রায় ৩০ হাজার খামারি আমাদের ফিড ব্যবহার করছেন, মাশআল্লাহ্ এতে আমরা গর্বিত।

দেশে প্রাণিখাদ্য উৎপাদনে কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড এখন শীর্ষ অবস্থানে আছে। এই সফলতার উপর ভিত্তি করে আমাদের অন্যান্য অঙ্গপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, যেমন এলায়েন্স ব্যাগ, কোয়ালিটি ব্রীডার্স, কোয়ালিটি একোয়াব্রীডস, কোয়ালিটি গ্রেইন্স, কোয়ালিটি ইন্টিগ্রেটেড এগ্রো এবং সদ্য গঠিত কোয়ালিটি লাইভস্টোক লিমিটেড। বর্তমানে আমরা প্রায় ৪ হাজার সদস্যের বিশাল পরিবার। এছাড়া আরো হাজার খানেক মানুষের পরোক্ষ কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। এজন্য আমরা আল্লাহ পাকের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

এখন আমরা কভিড-১৯ মহামারির কারণে প্রতিকূল সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। মহামারি ছাড়াও আমাদের কোম্পানির স্পন্সর ডিরেক্টর ইয়াহিয়া খাঁনের ইন্তেকালে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। সে কারণে ভেবেছিলাম হয়তো কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেডের ২৫ বছর পূর্তি উদযাপন করা হবে না। তবে আল্লাহর বিশেষ মেহেরবানিতে এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের কোম্পানি ভাল করেছে। তাই আমরা ছোট পরিসরে হলেও উৎসবমুখর পরিবেশে কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেডের ২৫ বছর পূর্তি উদযাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

কোয়ালিটি ফিডসের যাত্রার শুরুর ঘটনা বেশ নাটকীয়। ১৯৯৫ সালে কেউ ফিড উৎপাদন করার কথা ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করত না। তখন দেশে বলতে গেলে কেবল একটি ফিড মিল ছিল। সেটি হলো যৌথ অর্থায়নে স্থাপিত সৌদি-বাংলা ফিশ ফিড। তখন আমি সাবিনকোর অডিটর ও কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত ছিলাম। পেশার খাতিরে ওই বছর আমি তাদের প্লান্ট পরিদর্শন করি। পরে বিশ্বব্যাংকের জন্য বাংলাদেশের ট্যারিফ পলিসি সংক্রান্ত স্টাডিতে অংশ নিই। ওই সময় দেশে ট্যারিফের হার খুব বেশি ছিল। আমাদের স্টাডির উদ্দেশ্য ছিল এই হার কমানো যায় কি না- তা খতিয়ে দেখা।

ওই স্টাডিতে কৃষিখাতের মধ্যে রাবারসহ আরো কিছু পণ্য অন্তর্ভুক্ত ছিল। শুরুতে ফিড এই স্টাডির অংশ ছিল না, তবে দৈবক্রমে চলে আসে। এই স্টাডির সময় আমরা দেখলাম দেশে ফিডের বড় ধরনের ঘাটতি রয়েছে।

সময়টা এমন ছিল যে, আর কয়েক বছর পরেই আমরা নতুন শতাব্দীতে পা রাখব। অথচ মানুষের আমিষ গ্রহণের হার ছিল খুব কম। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে আমিষের সরবরাহের ঘাটতি মেটানো খুব বেশি প্রয়োজন। তবে এজন্য ফিড উৎপাদন করার প্রস্তাব অনেকের কাছে ততটা আকর্ষণীয় মনে হয়নি। যাদের সাথে এ বিষয়ে আলাপ করতাম, তারাই নিরুৎসাহিত করত। তারা বলত, খুব একটা ভাল হবে বলে মনে হয় না। তখন দেশে খামার বলতেও তেমন কিছু ছিল না। সবাই ঘরোয়াভাবে হাঁস-মুরগি পালন ও পুকুরে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করত। ওই সময়ে দেশের জনসংখ্যা ছিল সাড়ে ১১ কোটির মত। ২৫ বছরের ব্যবধানে দেশের জনসংখ্যা এখন ১৬ কোটির বেশি। আর চাষকৃত মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে দ্বিতীয় শীর্ষ অবস্থানে আছে।

এ সাফল্য অনেকটা স্বপ্নের মত। তবে বলব না যে, ওই সময়ে এমন কিছু হবে বলে ভেবেছিলাম। কিন্তু এটা হওয়াটা ছিল অবশ্যম্ভাবী। খামার করা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় ছিল না। কারণ এ দেশে অল্প জায়গায় অনেক বেশি মানুষের বাস। প্রথাগত পদ্ধতিতে মাছ-মুরগি উৎপাদন করে আমাদের আমিষের ঘাটতি পূরণের কোন সম্ভাবনা নেই। যদিও এখনো আমাদের আমিষ গ্রহণের হার প্রতিবেশী দেশ এবং বৈশ্বিক গড়ের চেয়ে অনেক কম। তবে আমরা ধীরে ধীরে উন্নতি করছি। এখন মানুষ আরো সজাগ হচ্ছে। সব পরিবারই ডিম, মুরগি ও মাছ নিয়মিত খাবার হিসেবে গ্রহণ করছে। দেশের সব মানুষের কাছে এখনও আমিষের সবচেয়ে সস্তা উৎস হচ্ছে চাষকৃত মাছ, মুরগি, দুধ ও ডিম এবং আমিষের এই সস্তা চাহিদা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

বাজারে এখন ১০০-১৩০ টাকা কেজিতে মুরগি পাওয়া যায়। প্রায় একই দামে তেলাপিয়া মাছ যে খেতে পারি, এটা আমাদের জন্য বেশ স্বস্তিদায়ক। অথচ অন্যান্য সব ভোগ্যপণ্যের দামই আকাশচুম্বী। তার মানে আমাদের এখানে আমিষের সরবরাহ ভাল আছে। চাহিদার তুলনায় সরবরাহ বেশি আছে, যে কারণে দাম কম।

কভিড-১৯ মহামারির কারণে মানুষের ক্রয় সক্ষমতা কমতে পারে বলে অনেকে আশঙ্কা করছেন। তবে আমি মনে করি এটা সাময়িক। এ সমস্যা আমরা কাটিয়ে উঠতে পারব। এ কারণে ফিডের চাহিদা বৃদ্ধির ভাল সম্ভাবনা আছে।

আমাদের পরবর্তী উদ্যোগগুলো এখন দৃশ্যমান। কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড সফল হওয়ার পর থেকে আমরা নতুন নতুন পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। সহযোগী খাতে আমাদের কার্যক্রম প্রসারিত করছি। ব্রিডারে এখন আমরা মুরগির বাচ্চা উৎপাদন করছি। আমরা বছরে ২০ কোটি হাইব্রিড তেলাপিয়া পোনা উৎপাদন করতে পারে এমন হ্যাচারি স্থাপন করেছি। প্রায় ২০০ বিঘা জমির উপর এই হ্যাচারি প্রতিষ্ঠিত, যা বাংলাদেশের বৃহত্তম।

এই পথচলায় যারা আমাদের সহায়তা করেছেন তাদেরকে আমি এই স্মরণিকা প্রকাশের সময় স্মরণ করছি। কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেডের বোর্ড সদস্যরা খুব আন্তরিক। তারা সব সময় আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়ে আসছেন। আর অনুপ্রেরণা মানুষকে আশাবাদী করে।

মানবসম্পদে আমরা ভাল অবস্থানে আছি। এটাও আমাদের অনেক বড় প্রাপ্য। আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ হল এই কর্মীরা। ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। এই ২৫ বছরে আমাদের ছেড়ে গেছেন এমন লোকের সংখ্যা নগণ্য। আমাদের কোম্পানির বেশিরভাগ কর্মী ১৮-১৯ বছর ধরে আমাদের সঙ্গে আছেন। মেশিন তো আনা যায়। কিন্তু মেশিন চালাতে মানুষ লাগে। মানুষের হাত ধরেই স্বপ্ন বাস্তব রূপ লাভ করে।

এম. কায়সার রহমান
চেয়ারম্যান
কোয়ালিটি ফিড লিমিটেড
০৫ নভেম্বর, ২০২০

উদ্যোক্তা পরিচালকগণ

এম. কায়সার রহমান

শাহরিয়ার হোসেন

এহতেশাম বি. শাহজাহান

এস. এম. ফিরোজ

মরহুম
এ. এস. এম. ইয়াহিয়া খাঁন

বোর্ড পরিচালকগণ

চেয়ারম্যান
এম. কায়সার রহমান

ভাইস চেয়ারম্যান
শাহরিয়ার হোসেন

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
এহতেশাম বি. শাহজাহান

পরিচালক
এস. এম. ফিরোজ

পরিচালক
মোঃ সাফির রহমান

পরিচালক
মোঃ বাসির রহমান

পরিচালক
উজায়ের হাফিজ

বিজয়ের মহাকাব্য

২৫ বছর এক দীর্ঘ সময়। এই সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এর উদযাপন সত্যিই অনেক আনন্দের, অনেক গর্বের। আমার প্রিয় কর্মস্থল কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যা আমার কাছে এক মহাকাব্য।

শুরু থেকে যদি বলি, এ বন্ধুর পথ খুব সহজ ছিল না। তবে এই বন্ধুর পথে বন্ধু হয়ে আশা, স্বপ্ন এবং আত্মবিশ্বাস জাগিয়েছিল আমারই সহযোদ্ধা আরো চার অবাক পুরুষ- জনাব এম. কায়সার রহমান, জনাব শাহরিয়ার হোসেন, জনাব এ. এস. এম. ইয়াহিয়া খাঁন এবং জনাব এস. এম. ফিরোজ। তন্মধ্যে জনাব ইয়াহিয়া খাঁন আমাদের ছেড়ে গত ১৯ অক্টোবর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

২৫ বছর আগে প্রযুক্তিগত দিক থেকে আমরা খুব অগ্রসর ছিলাম না। ছিল না দক্ষ জনবল ও সুযোগের পর্যাপ্ততা। কিন্তু আমরা থেমে যাইনি। আমরা যে ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার বীজ বুনেছিলাম, সে ইন্ডাস্ট্রিতে উৎপাদিত পণ্যের ব্যবহার তখন খুব একটা ছিল না। তথাপি এ পণ্যের ব্যবহার সম্পর্কে খামারিদের শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্বও নিয়েছিলাম আমরা। খামারিদের বুঝিয়ে, তাদেরকে আপন করে নিয়ে তাদের খামারে ফিড পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছিলাম। তখন দৈনিক ৫-৮ টন ফিড উৎপাদন করে খামারিদের কাছে পৌঁছে দিতে পারলেই আনন্দের বন্যা বয়ে যেত আমাদের মনে। অথচ খামারিদের কাছ থেকে অনেক বিরূপ মন্তব্যও শুনতে হয়েছে। তাদের ধারণা ছিল, দেশীয় প্রতিষ্ঠান কতদিন আর ভালো করে কার্যক্রম চালাতে পারবে। এ নিয়ে নানা বিষয়ে আমরা তিক্ততার মুখোমুখি হতাম। তবু আশা ছেড়ে দেইনি, হতাশ হইনি। ১৯৯৬ সালে আমাদের কারখানা স্থাপনের পর চলতি মূলধনের সংকট মোকাবেলায় পূবালী ব্যাংকের দ্বারস্থ হই। ৭০ লাখ টাকার পাওয়ার জন্য ব্যাংক ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট পাওয়ার পরেও শেষ মুহূর্তে ব্যাংক আমাদের ঋণ প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। পরবর্তীতে প্রাইম ব্যাংকের সহযোগিতায় আমরা চলতি মূলধনের সংকট কাটিয়ে কারখানায় উৎপাদন শুরু করি। ২৫ বছর পর আজ অনেক অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাংক QFL-কে তাদের নিরাপদ বিনিয়োগের স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছে এবং এই বিষয়টি আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের। ১৯৯৮ সালের শুরুর দিকে ফিডের মার্কেটিংয়ের জন্য গিয়েছিলাম কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার এক সনাতন ধর্মাবলম্বী ভদ্রলোকের সাথে সাক্ষাৎ করতে, যিনি ওই এলাকায় মাছ চাষের জন্য পোল্ট্রি মুরগির বিষ্ঠা বিক্রি করতেন। তার সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি অপেক্ষা করতে হয়েছিল। সাক্ষাতের পর আমাদের সম্পর্কে জানতে পেরে তিনি সহসায় নিরুৎসাহিত করেন এবং বোঝানোর চেষ্টা করেন যে এ ধরনের ফিড দিয়ে মাছ চাষ করা যাবে না। নিরাশ না হয়ে খুঁজতে শুরু করলাম কিভাবে ঐ স্থানে QFL-কে পরিচিত করা যায়। আবার এক ভদ্রলোকের সন্ধান পাই। তার বাড়িতে গিয়ে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করি। শহর থেকে গিয়েছি বলে কিছুটা সম্মান দেখাতো লোকজন। এভাবেই বিভিন্ন এলাকায় QFL-এর যাত্রা শুরু হয়। তখন ফিড নিয়ে কিছু অভিযোগ আসত। সেসব অভিযোগ গুরুত্বের সাথে সমাধানের চেষ্টা করেছি। কিছু সমস্যা আমাদের দেশীয় ডাক্তারের মাধ্যমে সমাধান করার চেষ্টা করেছি। যেহেতু আমরা প্রযুক্তিগত দিক থেকে ততটা আধুনিক ছিলাম না, তাই USAID-এর সহযোগিতায় কিছু সংখ্যক দক্ষ ভিনদেশী ডাক্তারদের সাথে নিয়ে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের খামারে গিয়ে খামারিদের বুঝিয়েছি। তাদের খামারে সেবা প্রদান করেছি। ১৯৯৮ সাল, তখন QFL-এর ফিড উৎপাদনের ১ম বছর চলমান। সে বছর ঈদুল ফিতরের নামাজ শেষে বাসায় আসার পর ঢাকা জেলার সাভার থেকে QFL-এর এক এজেন্ট মেসার্স খেয়া এন্টারপ্রাইজ আমাকে ফোনে জানালো, তার খামারে ফিড নেই। ১ হাজার ৫০০ কেজি পোল্ট্রি ফিড তার খুব প্রয়োজন। তাকে আমি আশ্বস্ত করি এই বলে যে, 'আপনার ফিড পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করছি।' পরবর্তীতে আমি নিজেই একটি পিকআপ (ট্রাক) চালিয়ে গাজীপুর ফ্যাক্টরিতে পৌঁছে ২/৩ জন শ্রমিকের সহযোগিতা নিয়ে ট্রাকে ফিড লোড করি এবং সঙ্গে একজনকে নিয়ে ডিলারের খামারে ফিড পৌঁছে দেই। তিনি আমাকে দেখে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। এভাবেই আমরা সারা বাংলাদেশে সবার আস্থা এবং বিশ্বাস অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

কিছু অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এবং প্রতিকূলতার কারণে ১৯৯৮ সালের শেষের দিকে প্রতিষ্ঠান বন্ধের উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু তারপরও আমরা নিরাশ হয়ে যাইনি। আবারো নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করি এবং কঠোর পরিশ্রম, সততা ও দলবদ্ধভাবে কাজ করার মাধ্যমে ২ বছরের মধ্যেই আমরা আবার ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হই।

আমার নৈতিক অবস্থান থেকে একটি বিষয় খুব মেনে চলি, 'নিয়ত ঠিক থাকলে ব্যবসায় উন্নতি করা সম্ভব'। সেটা যে কোন ব্যবসা হতে পারে। আমার প্রিয় কর্মস্থান কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেডকে আমি 'মা' এর সাথে তুলনা করি। একজন মা এতগুলো পরিবারকে তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন।

সর্বোপরি একটি কথা দিয়ে আমার লেখা শেষ করছি। সততা, নিষ্ঠা, বিনয় এবং একাগ্রতা থাকলে কোন প্রতিষ্ঠান শুধু ২৫ বছর নয়, শতবর্ষে পদার্পণ করাটাও কোন বিষয় নয়।

এহতেশাম বি. শাহজাহান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
১৭ নভেম্বর, ২০২০

২৫ বছরের সাফল্যের ইতিহাস

দেশের খামারিদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন এবং বিভিন্ন অঞ্চলের প্রান্তিক খামারিদের কাছে মানসম্মত ফিড পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে গড়ে ওঠে কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড। এটি বর্তমানে দেশের শীর্ষ ফিড উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের।

গাজীপুর ফিড মিলঃ

১৯৯৫ সালে গাজীপুরের বাঘেরবাজারে কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেডের ১ম প্লান্ট স্থাপিত হয়, যার উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ঘণ্টায় ৫ টন। দেশব্যাপী সুনাম ও চাহিদার বদৌলতে এ মিলে বর্তমানে প্লান্টের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫টিতে।

এলায়েন্স ব্যাগ লিমিটেডঃ

কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেডের জন্য উন্নত মানের পলি প্রোপাইলিন ওভেন ব্যাগ সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে ২০০১ সালে গাজীপুরের ভবানীপুরে এলায়েন্স ব্যাগ লিমিটেড গড়ে ওঠে। সময়ের পরিক্রমায় এ প্রতিষ্ঠানটি আরো উন্নত ও আধুনিক হয়ে উঠেছে। এরই সুবাদে বর্তমানে কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেডের জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যাগই এই প্রতিষ্ঠান সরবরাহ করছে।

২৫ বছরের সাফল্যের ইতিহাস

শাহজাহানপুর ফিড মিলঃ

উন্নত মান ও লাভজনক হওয়ায় দেশব্যাপী কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেডের ফিডের চাহিদা অব্যাহতভাবে বাড়ছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানির উৎপাদন সক্ষমতা বাড়ানোর অংশ হিসেবে ২০০৩ সালে বগুড়ার শাহজাহানপুরে ফিড মিল গড়ে তোলে। বর্তমানে এখানকার ৭টি স্বতন্ত্র প্লান্ট থেকে এজেন্ট ও খামারিদের কাছে ফিড সরবরাহ করা হচ্ছে।

কোয়ালিটি গ্রেইন্স লিমিটেডঃ

ঘণ্টায় ৪ টন কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্য নিয়ে ২০০৪ সালে বগুড়ার শাহজাহানপুরে কোয়ালিটি গ্রেইন্স লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য ফিড তৈরির কাঁচামাল সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাত, গুদামজাত এবং কোয়ালিটি ফিডকে উন্নত মানের কাঁচামাল সরবরাহের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদনে সহায়তা করা। বর্তমানে কোয়ালিটি গ্রেইন্স বগুড়ার শাহজাহানপুর ফিড মিলের সাথে একিভূত হয়ে গিয়েছে।

কোয়ালিটি ব্রীডার্স লিমিটেডঃ

পোল্ট্রি খামারিদের কাছে উন্নত মানের একদিন বয়সী মুরগির বাচ্চা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ২০০৪ সালে বগুড়ার শাহজাহানপুরে গড়ে ওঠে কোয়ালিটি ব্রীডার্স লিমিটেড। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান বছরে প্রায় এক (১) কোটি ব্রয়লার, দেশী ও সোনালী মুরগির বাচ্চা উৎপাদন করছে।

২৫ বছরের সাফল্যের ইতিহাস

কোয়ালিটি একোয়াব্রীডস লিমিটেডঃ

কোয়ালিটি একোয়াব্রীডস লিমিটেড ২০০৯ সালে বগুড়ার কাহালু থানায় স্থাপিত হয়। এটি বাংলাদেশে তেলাপিয়া মাছের সবচেয়ে বড় হ্যাচারি। প্রতিষ্ঠানটি দ্রুত বর্ধনশীল তেলাপিয়ার পোনা বিক্রি করে দেশব্যাপী সুনাম অর্জন করেছে। এ পোনা খামারিদের উৎপাদন খরচ কমিয়ে লাভজনক খামার গড়তে উৎসাহিত করছে।

নন্দীগ্রাম ফিড মিলঃ

উন্নতমানের ফ্লোটিং প্লান্ট স্থাপন ও শ্রিম্প ফিড উৎপাদনের লক্ষ্যে ২০১৩ সালে বগুড়ার নন্দীগ্রামে ফিড মিল স্থাপন করা হয়। এখানে ফ্লোটিং ফিশ প্লান্ট ছাড়াও শ্রিম্প ফিডের জন্য রয়েছে আলাদা ২টি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্লান্ট। এখানকার মোট ৬টি (৪টি ফ্লোটিং ও ২টি শ্রিম্প) প্লান্টের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ১.৮ লক্ষ টন।

কোয়ালিটি ইন্টিগ্রেটেড এগ্রো লিমিটেডঃ

ভোক্তা সাধারণের জন্য উচ্চমান সম্পন্ন ভোগ্য পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের লক্ষ্যে ২০১৬ সালের ২০ এপ্রিল কোয়ালিটি ইন্টিগ্রেটেড এগ্রো লিমিটেড যাত্রা শুরু করে। এই কোম্পানি ISO সনদপ্রাপ্ত এবং উৎপাদিত পণ্য সম্পূর্ণ হালাল ও এন্টিবায়োটিক মুক্ত।

সময়, সততা আর সাফল্যের কিছু স্মৃতি

হে নতুন প্রজন্ম,

সময়টা ১৯৯৪ সাল। আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু জনাব এম. কায়সার রহমান, যাকে মহান সৃষ্টি কর্তা আমার কাছে উপহার স্বরূপ পাঠিয়েছেন। চাকরি জীবনের সমাপ্তির আকাঙ্খা ব্যক্ত করে তার কাছে অব্যক্ত কিছু জানানোর জন্য ওই সময় আমার কর্মস্থল অ্যামকোবাডসের (AMCOBUDS) সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে নামতে বলছিলাম, 'আমরা নিজেরা কোন একটা ব্যবসা শুরু করতে পারি না?' উত্তরে কায়সার বলেছিল, 'তোমার কাছে কি অতিরিক্ত ফান্ড আছে?' ওর কথায় আশাবাদী হলাম এবং বললাম, 'বাবার কিছু জমি জমা আছে। সেটা বন্ধক রেখে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।' ওই দিন এ কথা শুনেই বন্ধু বিদায় নিল আর আমি আবার সিঁড়ি বেয়ে উঠে টেবিলে গিয়ে যথারীতি কাজ শুরু করলাম।

ফিরে যাই কিছুটা আগে।

তার সঙ্গে পরিচয় ১৯৯০ সাল। বন্ধু কায়সার রহমান আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংকের একটি একাউন্ট খোলার জন্য আসে। ব্যাংকের দরজা দিয়ে ঢোকার আগেই আমার প্রাণপ্রিয় সহকর্মী ও অত্যন্ত সরল মনের বন্ধু এহতেশাম ফোন করে বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছিল। ১৯৯১ সাল আমেরিকান এক্সপ্রেস ব্যাংক থেকে ব্যক্তিগত কারণে ইস্তফা দেওয়ার আগে Rahman Rahman Haque-এ গিয়ে দুপুর বেলা লাঞ্চের সময় আড্ডা ও কাগজের টুকরো দিয়ে বল বানিয়ে স্কেল দিয়ে ক্রিকেট খেলার সময় অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব শাহরিয়ারের সাথে দেখা এবং পরিচয়। চাকরি ছেড়ে জাপান যাওয়ার ইচ্ছার কথা কায়সারকে বলার পর চেষ্টার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও কেন যেন কায়সারের RRH Associates/EWP-এ একসাথে কাজ করার প্রস্তাব দিল। প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে আর দেরি করলাম না।

World Bank-এ Technical and Financial Proposal অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও আমরা RRH এর FSRP প্রজেক্ট পাইনি। আমি RRH থাকা অবস্থায় এহতেশামও আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিল। আমরা চারজন তখন কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। ১৯৯২ সালে আমি Engineering Consulting Firm BETS কাজ শুরু করলাম। এহতেশামও চলে গেল সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সে। ১৯৯৩ সাল থেকে AMCOBUDS এর প্রধান দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত থাকা অবস্থায় ১৯৯৪ সালের শেষে বাসে চড়ে শ্রীপুরের বাঘেরবাজারে গিয়ে কেনা জমিটা নিজেদের অস্তিত্ব ও জীবন-জীবিকার মূল ঠিকানা হয়ে রইল।

এ সময় আমার অত্যন্ত প্রাণপ্রিয়, শ্রদ্ধেয়, পিতৃতুল্য ও ভালবাসার আধার সদ্য প্রয়াত জনাব মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খাঁনের সাথে নিবিড় সান্নিধ্যের সুযোগ হয়েছিল। তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

কন্ট্রাকটিং ফার্ম সুবাস্তুর কপটতা আর আমার দৃঢ়তা দেখে বন্ধু কায়সার হাল ছাড়লো না। উদ্দীপনা আর সংগ্রামী মানসিকতার প্রতিজ্ঞা এবং শেষ চেষ্টার ফসল ঘরে আনতে পারবো কি পারবো না সন্দেহ আর সফলতার আকাঙ্খা নিয়ে ১৯৯৫ সালের ৪ ডিসেম্বর QFL আইনগতভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

যে প্রেরণা আর ত্যাগের কথা না বললে আমি আত্মার প্রশান্তি থেকে নিজেকে বঞ্চিত করব, তা বলছি। আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধুবর কায়সার রহমান। ক্রান্তিলগ্নে তার একটি মন্তব্য ছিল এরকম, 'খামারিদের শিক্ষিত করে তুলতে পারলে QFL একদিন সোনার খনি হবে।' এই আশার বাণী শুনিয়ে নিজের স্ত্রীর স্বর্ণ বন্ধক দিয়ে অর্থ জোগাড় করে জীবন সংগ্রামের এক ত্যাগী উদাহরণ আমাদের সন্তানদের কাছে রেখে যাওয়ার মত ব্যক্তিত্ব জনাব কায়সার রহমানের প্রতি রইল শর্তহীন ভালবাসা আর শ্রদ্ধা।

১৯৯৬-১৯৯৮ সাল সবার সম্মিলিত ও অক্লান্ত পরিশ্রম এবং ত্যাগের বিনিময়ে আলহামদুলিল্লাহ ১৯৯৯ সাল থেকে কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেডের প্রগতি কেউ থামাতে পারেনি।

স্বাধীনভাবে চলা আর একা কাজ করার প্রবণতা আমার এক ভ্রান্ত চিন্তার ফসল। ২০০৭ সালের ১০ জুলাই সপরিবারে কানাডা পাড়ি জমানোর ব্যথা আজও বুকের গভীর থেকে নাড়া দিয়ে যায়। তবুও বলি, যার সাথে আত্মা আর নাড়ির সম্পর্ক, সে আমার জন্মভূমি বাংলাদেশ। তাকে কি করে অন্তরের আঙিনায় স্থান না দিই? আত্মার গভীরে একান্ত কোঠায় বসবার স্থান সে আমার স্ত্রী "স্মৃতি" স্বামীর সান্নিধ্য বঞ্চিত আমার দুই সন্তান আনান ও দাইয়ানের বঞ্চিত পিতার ভালবাসা, আমাদের সকল পরিচালকদের ত্যাগ ও একান্ত পরিশ্রম আর প্রচেষ্টার ফসল "কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড" আমাদের সকলের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। আমাদের বৃহত্তর পরিবারের ২৫ বছর পূর্তি হয়েছে। এই রজতজয়ন্তীতে আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে পরিশ্রম, সময়, সততা আর সাফল্যের স্মৃতি বর্ণনা করে উত্তরোত্তর ভবিষ্যৎ সাফল্যের প্রার্থনা করছি।

"রিয়াজ, মুনাজ, সাইকা, উজায়ের, আনান, দাইয়ান, নুহের, সাফির, নামিশা, বাছির, আমারা, আমাল, আলেম, ইদান"

-তোমাদের সবার প্রতি রইল আমার অন্তরের গভীর অন্তস্থল থেকে ভালবাসা আর মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে আমার দোয়া। আরো পরিচ্ছন্ন, শান্তিময়, সৎ আর দক্ষ একটি প্রতিষ্ঠান উপহার দেয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে পরিশেষে বলতে চাই, কোয়ালিটি পরিবারের সব সদস্যের অক্লান্ত আন্তরিক পরিশ্রমের ফসল এই প্রতিষ্ঠান। তোমাদের প্রতি রইল গভীর শ্রদ্ধাপূর্ণ ভালবাসা।

সবার মঙ্গল কামনা করছি।

এস. এম. ফিরোজ
পরিচালক
২২ নভেম্বর, ২০২০

শ্রদ্ধায় স্মৃতিচারণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এবং কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেডের মাননীয় চেয়ারম্যান এম. কায়সার রহমানের বাবা মরহুম এম. সাইফুর রহমান কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেডের ফ্যাক্টরিগুলো বিভিন্ন সময় পরিদর্শন করেছিলেন। স্মৃতিচারণের অংশ হিসেবে ঐ সময়ের কিছু ছবি সংযুক্ত করা হয়েছে। অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী থাকাকালীন ব্যক্তিগতভাবে উনি সরাসরি কৃষি সেক্টরের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। আমরা তাঁর অবদানকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

আগস্ট ২০০০, গাজীপুর ফিড মিল

আগস্ট ২০০০, গাজীপুর ফিড মিল

আগস্ট ২০০০, গাজীপুর ফিড মিল

আগস্ট ২০০০, গাজীপুর ফিড মিল

আগস্ট ২০০০, গাজীপুর ফিড মিল

মে ২০০৯, শাহজাহানপুর ফিড মিল

কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড এর ২৫ বছর পূর্তি

এম. সাফির রহমান
পরিচালক, গ্রুপ কর্পোরেট এন্ড লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স

কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড এর ২৫ বছর পূর্তিতে আমি খুবই আনন্দিত এবং সেই সাথে কোয়ালিটি ফিডস পরিবারের সকলকে জানাচ্ছি আমার প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড একটি স্বপ্নের নাম। প্রতিষ্ঠানটি আমার বাবা ও তার সহকর্মীদের গড়ে তোলা একটি স্বপ্নের বাস্তবায়ন। এই স্বপ্নকে আরো প্রসারিত করার লক্ষ্যে আগস্ট ২০১৯ সালে স্বপ্নের ফেরিওয়ালা হিসেবে এই কোম্পানিতে যোগদান করি। যোগদানের শুরু থেকেই গ্রুপ কর্পোরেট এন্ড লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স বিভাগের (কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স, এইচ. আর, ইন্টারনাল অডিট এবং ক্রেডিট কন্ট্রোল) দায়িত্বে আছি। ছোটবেলা থেকেই বাবাকে দেখতাম বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকতে। কিন্তু বুঝতাম না এই ব্যস্ততাই বাবার স্বপ্ন। তাই আইন বিষয়ে পড়াশুনা করেও বাবার স্বপ্নকে আরো প্রসারিত করতে আমি এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করি। এখানে যোগদানের পর গত এক বছরে প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত পরিচালকমন্ডলী, আমার কাজের সাথে যুক্ত তিনটি ডিপার্টমেন্ট এবং প্রতিষ্ঠানের সকল সদস্যদের কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি যা ভবিষ্যৎ কর্মপরিচালনায় আমার সহায়ক হবে।

কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেডকে আজকের এই অবস্থানে নিয়ে আসার প্রবর্তক এই প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত পরিচালকমন্ডলী। আজকে প্রতিষ্ঠানের যে ভিত্তি তাঁরা তৈরি করে দিয়েছেন এবং প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ ২৫ বছরের যাত্রা যেভাবে সফলতার সাথে উদযাপন করা হচ্ছে - তা যেন সামনে আমরা আরো বেগবান করতে পারি, সেই প্রচেষ্টা আমাদের সবসময় থাকবে। প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতিকে আরও ত্বরান্বিত করার জন্য আমাদের সর্বদা সচেষ্ট থাকা উচিৎ। আগামী বছরগুলোতে আমরা যেন আমাদের প্রতিষ্ঠানের প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নের মাধ্যমে আমাদের এজেন্ট, খামারি, সব কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সর্বোপরি দেশের কৃষির উন্নয়নে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারি তার জন্য সবার সহযোগিতা কামনা করছি।

পরিশেষে প্রতিষ্ঠান যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আমাকে দিয়েছে তা যেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করতে পারি এবং নিজ নিজ অবস্থান থেকে নিষ্ঠা ও সততার সাথে কাজের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

স্মৃতির পাতা থেকে

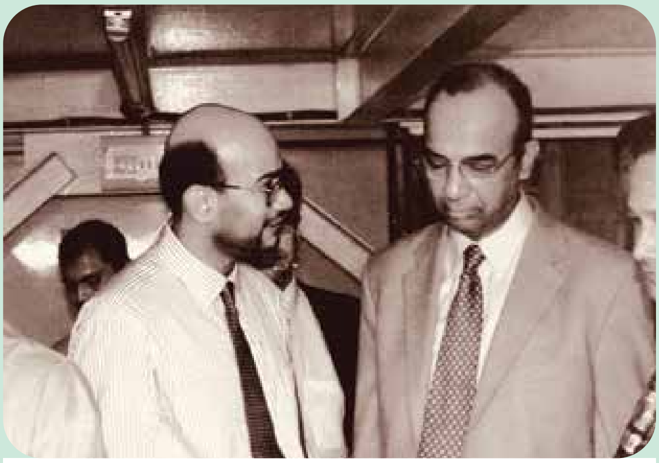

প্রাইম ব্যাংকের তৎকালীন এমডি এম. এ. মজিদ, ২০০১

গাজীপুর ফিড মিল, ২০০০ ইং

ফ্যামিলি গেট টুগেদার (হেড অফিস), ২০০০ ইং

সাহাপুর, ডুমুরিয়া, খুলনা ট্যুর, ২০০৫ ইং

গাজীপুর ফিড মিল, ১৯৯৯ ইং

২য় প্লান্ট উদ্বোধন (গাজীপুর), ২০০১ ইং

স্মৃতির পাতা থেকে

নির্মাণাধীন গাজীপুর ফিড মিল, ১৯৯৬ ইং

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন (শাহজাহানপুর ফিড মিল), ২০০৩ ইং

শাহজাহানপুর প্লান্ট উদ্বোধন, ২০০৫ ইং

নির্মাণাধীন ব্রীডার্স ফার্ম, বগুড়া, ২০০৭ ইং

লং সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড, ২০০৭ ইং

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন (কিউএএল), ২০০৯ ইং

স্মৃতির পাতা থেকে

কোম্পানির প্রথম ফ্লোটিং ফিড পর্যবেক্ষণ, ২০১১ ইং

বিদেশি কারিগরি টিমের সাথে (শাহজাহানপুর ফিড মিল), ২০১১ ইং

শ্রিম্প এজেন্টদের সুন্দরবন ভ্রমন, ২০১২ ইং

বৃদ্ধাশ্রমে স্থাপিত ঘরের চাবি হস্তান্তর, ২০১৫ ইং

৭ম ও ৮ম প্লান্ট উদ্বোধন (শাহজাহানপুর, বগুড়া), ২০১০ ইং

দোয়া মাহফিল (শাহজাহানপুর প্লান্ট), ২০১১ ইং

আমার অনুপ্রেরণা

উজায়ের হাফিজ
ডিরেক্টর, সেলস এন্ড মার্কেটিং

কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড এর সাথে আমার প্রথম অভিজ্ঞতা:

তখন ২০১৩ সালের গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে QFL-এ ৩ মাসের একটি ইন্টার্নশিপ করি। আমাদের চেয়ারম্যান জনাব এম. কায়সার রহমান তাঁর নিজ উদ্যোগে আমার জন্য ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামটি তৈরি করে দিয়েছিলেন। এখনও মনে পড়ে তাঁর প্রথম পরামর্শ- "সবসময় তোমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে -"কাউকে যদি বেলা ১২ টায় সময় দিয়ে থাকো তার ঠিক ৫ মিনিট আগে পৌঁছানোর চেষ্টা করবে।" যতই পরিপূর্ণ হচ্ছি ততই বুঝতে পারছি এ কথার মাহাত্ম, যা আমার ভবিষ্যৎ পথচলার পাথেয়।

২০১৪ সালের ডিসেম্বরে আমি আনুষ্ঠানিকভাবে কোম্পানিতে যোগদান করি এবং মার্কেটিংয়ের কাজের সাথে জড়িত হই। মূলত আমি একজন অর্ন্তমূখী স্বভাবের মানুষ, যার ফলে কখনো জনসম্মুখে সহসায় কথা বলা এবং সে সুবাদে গভীর সম্পর্ক তৈরি করতে দক্ষ ছিলাম না। তবে একটা কথা আছে "Success lies out of your comfort zone।" মার্কেটিংয়ে আমার কাজের ধরন ছিল দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে আমাদের এজেন্ট ও খামারিদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করা এবং তাদের বোঝানো QFL এর ব্যবসায়িক মূল্যবোধ এবং চাওয়া কি? এরই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন সেমিনারে গিয়ে জনসম্মুখে আমার কথা বলা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ালো, কাজের প্রতি নিজের আন্তরিকতা, এগিয়ে যাওয়ার বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা বাড়তে শুরু করল এবং সুবিশাল মার্কেটিং টিমকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেয়ার আত্মবিশ্বাস নিজের মধ্যে তৈরি হলো। শুধু তাই নয় নিজেকে আরো গভীরভাবে আবিষ্কার করলাম যে, এখন আমি ব্যক্তির সাথে সু-সম্পর্ক তৈরিতেও দক্ষ হয়ে উঠেছি। এ ৬ বছরে আমার উপর অর্পিত দায়িত্বের কারনে দেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় যাওয়ার সুযোগ হয় এবং নানা রকম অভিজ্ঞতায় নিজের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়। আনন্দের সাথে অনুধাবন করি যে আমি আমার কাজকে ভালোবেসে উপভোগ করছি।

আমার প্রোফেশনাল লাইফে এখন পর্যন্ত যা শিখেছি তার একমাত্র দাবীদার QFL। আমি আবারো গর্বের সাথে স্বীকার করি যে, ৬ বছর আগে এ কোম্পানিতে যোগদান করা আমার জীবনের সর্বোত্তম ও সঠিক একটি সিদ্ধান্ত ছিল। তবে আমার কর্মজীবনের পথচলা মাত্র শুরু। জানার এবং শেখার অনেক রয়েছে বাকি। আমি বিশ্বাস করি নিজেকে একজন যোগ্য লিডার হিসেবে তৈরি করার জন্য QFL-এর চেয়ে ভালো কোন প্লাটফর্ম আমি পাব না এবং আমি আশাবাদী QFL-কে অনেকদূর এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে আমার একটি আদর্শ ভূমিকা থাকবে। QFL-এর ২৫ বছর পূর্তিতে সবার জন্য থাকল অনেক অনেক শুভ কামনা।

সাফল্যের উদযাপন

১০ বছর উদযাপন

১০ বছর উদযাপন

১৫ বছর উদযাপন

১৫ বছর উদযাপন

২০ বছর উদযাপন

২০ বছর উদযাপন

দৃষ্টিপাত

মোঃ আব্দুর রশিদ
পরিচালক, অপারেশন

৪ ডিসেম্বর, ২০২০ কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেডের সাফল্যের ২৫ বছর পূর্ণ হয়েছে। এজন্য কোম্পানির একজন পুরোনো কর্মী হিসেবে গর্ববোধ করছি। সেই সাথে স্মরণ করছি আমাদের সম্মানিত পরিচালক সদ্য প্রয়াত জনাব এ. এস. এম. ইয়াহিয়া খাঁন, প্রয়াত আহসান হায়দার চৌধুরী রাসেল, প্রয়াত জমির উদ্দিন এবং প্রয়াত মনজুর হোসেন মাস্টারসহ আরো অনেককে যাদের অবদান কখনো ভুলবার নয়। আল্লাহ তাদের বেহেশত নসিব করুন, আমিন।

অনেক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড আজ তার দৃঢ় অবস্থান তৈরি করেছে। সারা বাংলাদেশে পোল্ট্রি, ফিশ, ডেইরি ও চিংড়ির খাদ্য উৎপাদনকারী বৃহৎ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটি একটি সুপরিচিত নাম। এর পেছনে রয়েছে সম্মানিত পরিচালকমন্ডলীর সঠিক নির্দেশনা, সঠিক পরিকল্পনা ও সঠিক সময়ে বাস্তবায়ন। আমি একজন পুরোনো কর্মী হিসেবে উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি, তবে কতটুকু করতে পেরেছি তা বলতে পারব না।

সত্যিকার অর্থে নিজেকে নিয়ে গর্ববোধ করি যখন দেশ-বিদেশে কোন সেমিনারে উপস্থিত হই এবং আমি আমার পরিচয় প্রদান করি বাংলাদেশের একটি সর্ববৃহৎ ও স্বনামধন্য ফিড উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসাবে। কোয়ালিটি ফিডসে চাকরির সুবাদে বাংলার আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ানোর সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আর সেটাও অনেকটা গর্বের বিষয় তা হলো, যখন কোনো রাস্তায় দেখি ভ্যানে করে কোয়ালিটি ফিডের বস্তা বহন করা হচ্ছে। তখন আর নিজেকে আর ধরে রাখতে পারি না। ইচ্ছে হয় গাড়ী থেকে নেমে ভ্যানটা ঠেলে দেই এবং চালককে বলি, "তুমি সামনে এগিয়ে চলো, আমি এবং আমার কোয়ালিটি ফিডস তোমার সাথেই আছে।"

মূলত আমাদের সম্মানিত পরিচালকমন্ডলীর সঠিক দিক নির্দেশনা ও পরিকল্পনা এবং সেই সাথে সব কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তরিক সহযোগিতায় কোয়ালিটি ফিডসের আজকের এই অবস্থানে আসা। এ কাজ বাস্তবায়নে যে আনন্দটুকু উপভোগ করেছি তা আমার জীবনকেও নিয়েছে সাধ এবং সাধ্যের সর্বোচ্চ চূড়ায়। আর এর সাথে জুড়ে আছে অনেক স্মৃতি, যা কিছুটা দুঃখের ও কিছুটা আনন্দের। দুঃখের কথা বাদ যাক, আনন্দের কথায় আসি। আমার মাননীয় পরিচালক এস. এম. ফিরোজ উনি কখনো হাসি-খুশি বা কখনো কঠোর। বিশেষ করে যখন বাইরে থেকে সফর করে আসতেন, তখন খুব হাসি-খুশি থাকতেন। এমনই একদিন বাইরে থেকে আসার পরের দিন, সম্ভবত বৃহস্পতিবার। তার সঙ্গে গাজীপুর ফ্যাক্টরিতে যাওয়ার পথে উৎপাদনের জন্য চার ব্যাগ ডিএল মিথিয়োনিন দরকার। সেটা আবার নিতে হবে গাজীপুর চৌরাস্তা থেকে। দোকান বন্ধ, লেবার নাই। তারপর দোকানদারকে বাসা হতে ডেকে এনে, দোকান খুলে ও বস্তা কেনার পর, স্যার বললেন, "এই রশিদ ধর, আমার মাথায় বস্তা তুলে দে।" কি আর করা? আমি আমার মাথায় একটি নিলাম এবং তিনি আরেকটা মাথায় না নিয়ে পিঠে নিলেন। সেই মুহূর্তে তাকে দেখে মনে হচ্ছিল ঠিক যেন সরকারি গুদামের মাজা ভাঙ্গা কুলি। আমাকে অবশ্য একজন শক্তিশালী কুলি মনে হচ্ছিল। তবে আফসোসের বিষয় সেই সময় ক্যামেরাযুক্ত মোবাইল ছিল না। থাকলে হয়তো সেটাই হতো - ফ্রেমে বন্দি কোয়ালিটি ফিডসের সেরা ছবি।

কোয়ালিটি ফিডস এগিয়ে যাচ্ছে, যাবে। দেশের সীমানা পেরিয়ে আজ তার অবস্থান দেশের বাইরেও। আমরা সর্বদা কোয়ালিটি ফিডসের অগ্রযাত্রার অংশীদার হিসাবে নিয়োজিত আছি, ভবিষ্যতে থাকবো, ইনশা-আল্লাহ। কোয়ালিটি ফিডসের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হউক। শুভকামনা।

গাজীপুর ফিড মিল

১৯৯৫ সালে গাজীপুরের বাঘেরবাজারে প্রায় ৭ বিঘা জমির উপর ঘণ্টায় ৩ টন উৎপাদন সক্ষমতার একটি ফিড প্লান্ট নিয়ে কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেডের যাত্রা শুরু। পরবর্তীতে এই ফিড মিলের আয়তন ও পরিধি বেড়ে প্রায় ১২ বিঘায় উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে এখানে বার্ষিক প্রায় ১.৭০ লাখ টন উৎপাদন সক্ষমতার ৪টি স্বতন্ত্র ফিড প্লান্ট আছে।

গাজীপুর ফিড প্লান্টে আছে কোয়ালিটি কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্টের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আধুনিক মানের অ্যানালিটিক্যাল ল্যাব। সংগৃহীত কাঁচামাল এই ল্যাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাইয়ের পর ফিড তৈরিতে ব্যবহার হয়। মিলে উৎপাদিত সব ধরনের খাদ্য, ব্যাচ অনুসারে ল্যাবে পরীক্ষা করে গুণগত মান নিশ্চিত হলে তবেই বাজারজাত করা হয়।

বর্তমানে এই ফিড মিলের অনুকূলে সব ডিপো মিলিয়ে প্রায় ১ হাজার কর্মী কাজ করছে।

প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র

কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাব

শাহজাহানপুর ফিড মিল

কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেডের কার্যক্রম সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে ২০০৩ সালে বগুড়া জেলার শাহজাহানপুরে প্রায় ১৫ বিঘা জমির উপর ঘণ্টায় ৫ টন উৎপাদন সক্ষমতার একটি ফিড প্লান্টের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে শাহজাহানপুর ফিড মিলের আয়তন প্রায় ৪৪.৫ বিঘা। এখানকার ৭টি স্বতন্ত্র ফিড প্লান্টের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ২ লাখ টন।

এই ফিড মিলেও কোয়ালিটি কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্টের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত স্বয়ংসম্পূর্ণ আধুনিক মানের একটি অ্যানালিটিক্যাল ল্যাব রয়েছে। সংগৃহীত কাঁচামাল এই ল্যাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাইয়ের পর ফিড তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এবং উৎপাদিত সব ধরনের ফিড, ব্যাচ অনুসারে ল্যাবে পরীক্ষা করে গুণগত মান নিশ্চিত হলে তবেই বাজারজাত করা হয়।

এই ফিড মিলের অনুকূলে সব ডিপো মিলে বর্তমানে প্রায় ১ হাজার ১০০ কর্মী কাজ করছে।

প্লান্ট উদ্বোধন

কন্ট্রোল প্যানেল

নন্দীগ্রাম ফিড মিল

কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড ২০১৩ সালে বগুড়ার নন্দীগ্রামে প্রায় ১০.৫ বিঘা জমির উপর ঘণ্টায় ৮ টন উৎপাদন সক্ষমতার একটি ফ্লোটিং ফিড প্লান্ট চালু করে। পরবর্তীতে এই ফ্যাক্টরির জায়গার আয়তন বেড়ে প্রায় ২৭ বিঘায় উন্নীত হয়। নন্দীগ্রাম ফিড মিল নামে পরিচিত এই ফ্যাক্টরিতে বর্তমানে প্রায় ১.৮ লাখ টন বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতার ৬টি (৪টি ফ্লোটিং ও ২টি শ্রিম্প) স্বতন্ত্র ফিড প্লান্ট আছে।

এই ফিড মিলের বিশেষত্ব হলো এখানে আছে শ্রিম্প ফিড উৎপাদনের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা ২টি অত্যাধুনিক শ্রিম্প প্লান্ট। কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেডের সর্বশেষ স্থাপিত দুটি প্লান্ট এই নন্দীগ্রাম ফ্যাক্টরিতেই অবস্থিত। এখানে বর্তমানে ৭৫০ জন কর্মী কাজ করছে।

মাইক্রো ইনগ্রেডিয়েন্ট ইউনিট

ফিড লোডিং

স্মৃতির পাতায় কোয়ালিটি

আরিফ হায়দার
এসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর, অপারেশন

কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেডের ২৫ বছর! প্রথমে শুনলে মনে হবে কোয়ালিটি ফিড বুড়ো হয়ে গেছে, আসলে কিন্তু তা নয়। আমি এমন সৌভাগ্যবান যে, ২৫ বছর ধরেই এই প্রতিষ্ঠানের সাথে রয়েছি। বয়সের কথা চিন্তা করলে হয়তো আমি নিজেই বুড়িয়ে গেছি, কিন্তু কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড বুড়ো হয়নি। বরং ২৫ বছর পার করে কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড হয়ে উঠেছে পূর্ণ যৌবনা।

বাংলাদেশের পোল্ট্রি, মৎস্য, চিংড়ি, গবাদি পশু পালন ও পুষ্টি নিশ্চিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড। শুধু একটি প্রতিষ্ঠান দিয়ে শুরু হলেও বর্তমানে ১৭টি ফিড মিল, ২টি মৎস্য হ্যাচারি, একটি ব্রিডার ফার্ম ও ডব্লিউপিপি ব্যাগ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসহ উৎপাদন থেকে প্রক্রিয়াজাতকরণ পর্যন্ত বেশকিছু প্রতিষ্ঠান কোয়ালিটি পরিবারের অংশ। সারা দেশের পথে-প্রান্তরে সর্বত্র কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড এখন পরিচিত নাম। কোয়ালিটি ফিডসের টেকনিক্যাল টিমের মাঠ পর্যায়ের সেবা এ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা রাখছে।

একটি প্রতিষ্ঠান পূর্ণাঙ্গভাবে বিকশিত হয়ে স্থায়িত্ব পেতে অনেক কাঠ-কয়লা পোড়াতে হয়। দক্ষ পরিচালক ও মেধাবী কর্মীদের সমন্বয়ে বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়ন একটি প্রতিষ্ঠানকে সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে যেতে পারে, যার অনন্য উদাহরণ কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড। এমন একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শুরু থেকে যুক্ত থাকার সুবাদে অনেক অভিজ্ঞতাই আমার হয়েছে। মজার ব্যাপার হলো, শুরুর দিকে ব্যবস্থাপনা পর্ষদ এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী সবাই ছিল নতুন। অভিজ্ঞতা বলতে তেমন কিছু ছিল না। তবে বিচক্ষণ এবং আত্মবিশ্বাসী পরিচালনা পর্ষদের সঠিক নির্দেশনায় এ প্রতিষ্ঠান কখনো মুখ থুবড়ে পড়েনি বরং সাফল্যের মুকুটে প্রতিনিয়ত যুক্ত হচ্ছে নতুন পালক। কোয়ালিটি ফিডস ২৫ বছরে কেবল মাছ-মুরগির খাদ্যই সরবরাহ করেনি, বরং ব্যবস্থাপনা পর্ষদের তত্ত্বাবধানে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করেছে। ব্যবস্থাপনা পর্ষদ বেশ দক্ষতার সাথে এমন একটি গ্রুপকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যা অনেকে চিন্তাও করতে পারেনি।

একই সাথে দুটি প্রজন্মের সম্মিলিত ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব দেখার সুযোগ এবং অভিজ্ঞতা নেয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সম্মানিত চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের নির্দেশনায় এই প্রতিষ্ঠান যেমন সামনে এগিয়ে যাচ্ছে, তেমনি তাদের সন্তানরা বিদেশে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এ প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হয়ে আধুনিক ধ্যান-ধারণা দিয়ে প্রতিষ্ঠানকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছেন। তাদের কাছেও নতুন অনেক কিছু শিখতে পেরেছি, যা আধুনিক ব্যবসা প্রসারে অধিক কার্যকর।

পরিশেষে বলতে চাই, গত ২৫ বছরে সম্মানিত পরিচালকদের হাতের যাদুর স্পর্শে, কঠোর শাসন, নির্দেশনা এবং ভালবাসায় এই প্রতিষ্ঠানের একেকজন সদস্য হয়ে উঠেছে দক্ষ, সৎ ও নিষ্ঠাবান কর্মী। তা না হলে হয়ত আমরা যারা এ কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছি, তাদের পক্ষে এ অবস্থানে আসা কোনভাবেই সম্ভব ছিল না। তাই কোয়ালিটি ফিডসে ২৫ বছরের পূর্তি লগ্নে সম্মানিত পরিচালনা পর্ষদের প্রতি জানাই অন্তরের অন্তস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও নিরন্তর ভালবাসা। তিলে তিলে গড়া আমাদের এই কোয়ালিটি পরিবার আল্লাহর অশেষ রহমতে বীরদর্পে সামনে এগিয়ে যাবে, ইনশা-আল্লাহ।

এলায়েন্স ব্যাগ লিমিটেড

২০০১ সালে গাজীপুরের ভবানীপুরে প্রায় ৯ বিঘা জমির উপর এলায়েন্স ব্যাগ লিমিটেড গড়ে ওঠে। এটি মূলত খাদ্যশস্য, পোল্ট্রি ফিড, ফিশ ফিড, পশুখাদ্য, সার, সিমেন্ট ও বীজ বাজারজাত এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক ও শিল্প খাতে ব্যবহারের জন্য পলি প্রোপাইলিন ওভেন ব্যাগ তৈরি ও বিপণন করে।

প্রতিষ্ঠানটির প্লান্টে ২টি টেপলাইন, ২টি লেমেনেটিং মেশিন, ৪২টি বুনন তাঁত এবং ৪টি প্রিন্টিং মেশিন আছে। এখানে প্রায় ১৭০ জন কর্মী কর্মরত আছে। এর বার্ষিক বুনন ব্যাগ উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ১ হাজার ৬০০ টন।

লুম সেকশন

উইভিং সেকশন

কোয়ালিটি ব্রীডার্স লিমিটেড

কোয়ালিটি ব্রীডার্স লিমিটেড ২০০৪ সালে বগুড়ার শাহজাহানপুরে ৪২ বিঘা জমির উপর গড়ে উঠে। ব্রয়লার খামারিদের কাছে একদিন বয়সী উন্নতমানের মুরগির বাচ্চা সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে এটি স্থাপন করা হয়। এখানে ৫টি অত্যাধুনিক কন্ট্রোল শেডের প্রতিটিতে ১৬ হাজার করে প্যারেন্ট মুরগি রয়েছে। এছাড়া গাজীপুরে অবস্থিত আরেকটি খামারে ৪টি খোলা শেড রয়েছে, যার প্রতিটিতে ২ হাজার ৫০০ প্যারেন্ট মুরগি লালন-পালন করা যায়। এসব খামারের জনবল প্রায় ২০০ জন। কোয়ালিটি ব্রীডার্স লিমিটেডের লক্ষ্য হলো রোগমুক্ত এবং উন্নতমানের বাচ্চা সরবরাহ করে ক্ষুদ্র খামারিদের আর্থিকভাবে লাভবান করে তাদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানো।

২০২০ সালে প্রতিষ্ঠানটি প্রায় ৭৭ লাখ মুরগির বাচ্চা সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

বায়ো সিকিউরিটি প্রটোকল

ডিওসি গ্রেডিং

কোয়ালিটি একোয়াব্রীডস লিমিটেড

কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেডের সহযোগী সংস্থা হিসেবে ২০০৯ সালে বগুড়ার কাহালু এবং জামগড়ে প্রায় ২০০ বিঘা জমির উপর কোয়ালিটি একোয়াব্রীডস লিমিটেড গড়ে ওঠে। এটি প্রতিষ্ঠার আগে মাছ চাষীরা দীর্ঘদিন ধরে উন্নত মানের পোনা না পেয়ে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলেন। তাদের অব্যাহত দাবির প্রেক্ষিতে উন্নত মানের পাঙ্গাস এবং মনোসেক্স তেলাপিয়া পোনা উৎপাদনের লক্ষ্যে কোয়ালিটি একোয়াব্রীডস লিমিটেডের যাত্রা শুরু হয়।

২০১১ সাল থেকে একোয়াব্রীডস বাণিজ্যিকভাবে পোনা উৎপাদনে আসে। থাইল্যান্ডের বিখ্যাত ফার্ম থেকে মাদার ব্রুড সংগ্রহ করে কোয়ালিটি একোয়াব্রীডসের ব্রুড পুকুরে অবমুক্ত করা হয়। এই ব্রুডের উন্নত জাতের পোনা অন্তঃপ্রজণনমুক্ত, মানসম্পন্ন, দ্রুত বর্ধনশীল এবং ৯৯% পুরুষ গিফট (GIFT) জাতের তেলাপিয়া। একোয়াব্রীডস ২০১৪ সাল থেকে পাঙ্গাসের পোনা উৎপাদনও শুরু করে।

ব্রুড পন্ড

হ্যাচারি ইউনিট

কোয়ালিটি ইন্টিগ্রেটেড এগ্রো লিমিটেড

ভোক্তাদের জন্য উচ্চমান সম্পন্ন প্রক্রিয়াজাত এবং পুনঃপ্রক্রিয়াজাত এগ্রোবেজড ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ২০১৬ সালের ২০ এপ্রিল কোয়ালিটি ইন্টিগ্রেটেড এগ্রো লিমিটেড আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করে।

২০১৮ সালের মার্চে হবিগঞ্জের মনতলাতে প্রায় ৩ একর জমির উপর গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানটির প্রোডাকশন প্লান্টে উন্নতমানের প্রক্রিয়াজাত এবং পুনঃপ্রক্রিয়াজাত পোল্ট্রি পণ্য উৎপাদন শুরু হয়। এখানে প্রতি শিফটে প্রায় ১০ হাজার মুরগি প্রক্রিয়াজাত এবং ৪ হাজার ৫০০ কেজি মাংস পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করা যায়। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের সুপারশপ ও বিপণীবিতানে পাওয়া যাচ্ছে। পণ্যের গুণগত মান-নিয়ন্ত্রণে উৎপাদন থেকে বিপণন পর্যন্ত সরবরাহ লাইনের প্রতিটি ধাপ কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত প্রতিটি পণ্য শতভাগ হালাল, ক্ষতিকর এন্টিবায়োটিক মুক্ত এবং আইএসও সার্টিফাইড। বর্তমানে কোয়ালিটি ব্রাউন এগ্ নামে কোয়ালিটি ইন্টিগ্রেটেড এগ্রো লিমিটেডের উন্নতমানের লাল কুসুমের ডিম বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। গাজীপুরে প্রতিষ্ঠানটির বাণিজ্যিক লেয়ার খামার থেকে প্রতিদিন প্রায় ১০ হাজার ডিম বাজারজাতের জন্য প্যাকেটজাত করা হয়।

নিজস্ব ফার্মিং ইউনিট

কাটিং সেকশন

কোয়ালিটি ফিডস-এ আমি

১৫ এপ্রিল, ১৯৯৮। আমার QFL -এ যোগদানের প্রথম দিন, মনে হয় এইতো সেদিন, অথচ দেখতে দেখতে চলে গেল ২২ টি বছর। সকাল সাড়ে ৮ টার মধ্যে ৩ নং সেক্টরের ১৪ নং বাড়ীর ৩য় তলার অফিসে এসে পৌঁছালাম। কলিংবেল টিপতেই দরজা খুলে দিল সহকর্মী আরেফিন সাহেব, হেড অফিসে তখন আমরা মোট ৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী। সাথে আরো ছিলেন মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার এম. কায়সার রহমান, ভাইস চেয়ারম্যান স্যার শাহরিয়ার হোসেন, এমডি স্যার এহতেশাম বি. শাহজাহান ও ডিএমডি স্যার এস. এম. ফিরোজ। সেই দিনের সেই পথচলা আল্লাহর রহমতে এখনো সবার সহযোগিতায় চলছে।

দেখতে দেখতে সেই দিনের সেই ছোট সুন্দর QFL আজ অনেক বড় স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই দীর্ঘ পথ চলায় কত না আনন্দময় স্মৃতির কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে মাননীয় ভাইস চেয়ারম্যান স্যারের নেয়া প্রথম ইন্টারভিউ এর কথা। স্যার আমার সিনিয়র মাহবুবুল আলম ভাইকে বললেন, “ও পারবে তো?” জবাবে তিনি বললেন, “শিখিয়ে নিলে পারবে।” মনে পড়ে সেদিনের কথা, যেদিন প্রথমবার QFL-এর গাজীপুর ফ্যাক্টরিতে গিয়েছিলাম। ফ্যাক্টরিতে প্রবেশ করেই চারপাশের সৌন্দর্য দেখে আমার মনটা ভরে গেল। আয়তনে ছোট, কিন্তু সুন্দর ও গোছালো। প্রবেশ পথের ডান পাশে একটা পুকুর এবং সেটার চারপাশ ফুল ও ফলের গাছ সজ্জিত ছিল। আমাকে ফ্যাক্টরির কর্মকর্তারা সাদরে গ্রহণ করলেন, বিশেষভাবে আজাদ ভাই, আরিফ ভাই, তারেক ভাই, বিপ্লব ও জামাল এদের কথা স্মরণযোগ্য। মনে পড়ে প্রথম বনভোজন-এর স্থান ময়নামতি ও লালমাই পাহাড়ের কথা। সেদিন আমাদের ডিএমডি স্যার জনাব এস. এম. ফিরোজ ও ম্যাডামের অংশগ্রহণ, খেলাধুলা, কৌতুক, নাচ ও গানের অনুষ্ঠান মিলে আমাদের আনন্দকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। আজ এত বছর পরেও সেই আনন্দময় স্মৃতি মনের মণিকোঠায় জ্বল জ্বল করে জ্বলছে।

মনে পড়ে প্রথম যেদিন ৫০০ মেট্রিক টন ফিড বিক্রি হল। সেদিন সবার মনে সে কি আনন্দ! মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব এম. কায়সার রহমান স্যার সবার জন্য গরু জবাই করে তেহারি রান্না ও মিষ্টি বিতরণের কথা ঘোষণা করলেন। আমরা সবাই একসাথে ফ্যাক্টরিতে এই ভোজনে অংশগ্রহণ করলাম। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার সবার উদ্দেশ্য কিছুক্ষণ বক্তব্য রাখলেন। বক্তব্য শেষে সবাইকে চমকে দিয়ে বোনাসের ঘোষণা দিলেন, যা আমাদের আনন্দকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। আমরা সবাই স্যারদের জন্য দোয়া ও দীর্ঘায়ু কামনা করলাম। এ রকম আরো অনেক আনন্দময় স্মৃতির কথা না বললেই নয়।

২০০৩ সালের ১০ অক্টোবর আমার বিয়ের পর বৌভাত এর অনুষ্ঠানে মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার ও এমডি স্যার উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠানকে আরো উৎসবমুখর করেছিলেন। অনুষ্ঠানের খাওয়া দাওয়া পর্ব শেষ করে স্যারদের সাথে বসে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আলোচনার এক পর্যায়ে মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার নিজেই আমাদেরকে নিয়ে ভারতের শিলংয়ে পিকনিকে যাওয়ার ঘোষণা দিলেন, যা আমার বৌভাতের অনুষ্ঠানকে আরো আনন্দময় ও স্বার্থক করে তুলেছিল। আমরা সবাই ঐ বছর অর্থাৎ ২০০৩ এ শিলংয়ে পিকনিকে গিয়েছিলাম। সেখানে আমরা সবাই মিলে অনেক মজার মজার অভিজ্ঞতা ও আনন্দ পেয়েছিলাম। এ রকম অনেক অনেক আনন্দময় স্মৃতি রয়েছে।

আমার এই দীর্ঘ পথ চলায় মাননীয় স্যারদের স্নেহ, ভালবাসা ও কাজের সহযোগিতা আমার জন্য বিশাল গর্বের। সাথে আমার সহকর্মীদের সহযোগিতা ও ভালবাসার কথাও স্মরণযোগ্য। সবশেষে আমি আমার অত্যন্ত প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি জনাব “ইয়াহিয়া খাঁন” স্যার এর কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। যিনি গত ১৯ অক্টোবর এ আমাদের সবাইকে ছেড়ে চির বিদায় নিয়েছেন। মহান আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করুন, আমিন। QFL- এর এই পথ চলা আরো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর ও সমৃদ্ধশালী হোক, হোক আরো অনেক অনেক আনন্দময়।

মোঃ বায়েজীদ হোসেন
জিএম, একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স

শুরু থেকে আমি ...

কোয়ালিটির প্রায় শুরু থেকেই আছি। ১৯৯৭ সালের ৮ মার্চ আমি যখন যোগদান করি তখন ছিল মাত্র একটি প্লান্ট, ১২ জন শ্রমিক এবং কয়েকজন কর্মকর্তা।

দেখতে দেখতে কোয়ালিটি ফিডস ২৫ বছর পেরিয়ে ২৬ বছরে পা রাখছে। আমি নিজে প্রায় ২৪ বছর ধরে সততা ও নিষ্ঠার সাথে এই প্রতিষ্ঠানের স্টোর বিভাগের (ডিপিআইসি হিসাবে) সব দায়িত্ব পালন করে আসছি। আল্লাহর অশেষ রহমতে আমাদের সবার অক্লান্ত পরিশ্রম, সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা, সহযোগিতা, আন্তরিকতা ও সঠিক দিক নির্দেশনায় একটি প্লান্ট থেকে বর্তমানে মোট ১৭টি প্লান্ট (গাজীপুরের বাঘেরবাজারে ৫টি, বগুড়ার শাজাহানপুরে ৬টি ও বগুড়ার নন্দীগ্রামে ৬টি) নিয়ে ফিডের জগতে বাংলাদেশের মধ্যে 'কোয়ালিটি ফিডস' বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করেছে। এই প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

এই ২৫ বছরে হাজার হাজার শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তার মধ্যে আমরা অনেকজনকে হারিয়েছি, অনেকেই অন্যত্র চলে গেছে, অনেকে নতুনভাবে যুক্ত হয়েছে। আমি এখনও আছি, থাকব। তবে হ্যাঁ, জানি না কতদিন আছি বা থাকব। তা নির্ভর করছে তকদিরের উপর। আল্লাহর অশেষ রহমত এবং পরিচালকদের ভালবাসার পেয়ে আমি ধন্য। তারা আমার অহংকার ও গর্ব।

২৫ বছরের অগ্রযাত্রায় কোয়ালিটি ফিডসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কোয়ালিটি পোল্ট্রি হ্যাচারি, কোয়ালিটির মৎস্য হ্যাচারি, কোয়ালিটি গ্রেইন্স, কোয়ালিটি ব্রীডার্স, কোয়ালিটি ইন্ট্রিগ্রেটেড এগ্রো লিমিটেড, এলায়েন্স ব্যাগস লিমিটেডসহ বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান।

সবশেষে মহান আল্লাহর দরবারে সবার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করছি। কোয়ালিটির পরিবারের সবার জন্য রইল আমার শুভকামনা ও আন্তরিক শুভেচ্ছা। কোয়ালিটির অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে ইনশা-আল্লাহ। এটাই আমার প্রত্যাশা।

জামাল হোসেন
সি. ডিজিএম - স্টোর (ডিপিআইসি)

ভালবাসা এবং কৃতজ্ঞতা

মহাকালের হিসাবে খুব ক্ষুদ্র আমাদের পার্থিব জীবন, যা শুধু উপভোগে ব্যয় না করে আমরা বর্নাঢ্য ও কর্মময় করতে পারি। অবহেলা ও অদক্ষতার মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠানকে সাগরে ভাসিয়ে দেওয়া খুব সহজ, কিন্তু পরিশ্রম দিয়ে টেনে তোলা খুব কঠিন।

কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেডের ম্যানেজমেন্ট, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সততা, দক্ষতা এবং নিষ্ঠা আছে বলেই আমাদের প্রতিষ্ঠান আজ এতটা উপরে পৌঁছেছে। আমি গর্বিত যে, আমি কোয়ালিটি পরিবারের একজন সদস্য হতে পেরেছি। আমি কৃতজ্ঞ কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেডের প্রতি, যা আমাকে আমার কর্মদক্ষতা দেখানো এবং উপার্জনের সুযোগ করে দিয়েছে।

আল্লাহ প্রদত্ত অফুরন্ত সৃজনশক্তি ও কর্মশক্তি প্রয়োগ করে এবং কাজকে ভালবেসে কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেডকে সুনামের সঙ্গে সেবা দিয়ে যেতে চাই।

কৃতজ্ঞতায়,
শাহ্ আলম
জুনিয়র অফিসার (মেকানিক্যাল)

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ফটো অ্যালবাম

(হেড অফিস)

এডমিন, এইচ.আর, কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স এবং আইটি

সেলস, মার্কেটিং, মার্কেটিং অ্যাফেয়ার্স এবং এম.আই.এস

একাউন্টস, ইন্টার্নাল অডিট ও ক্রেডিট কন্ট্রোল

অপারেশন, প্রকিউরমেন্ট ও কমার্শিয়াল

সুপারভাইজার ও সাপোর্ট স্টাফ

এক ফ্রেমে হেড অফিসের কর্মকর্তাবৃন্দ

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ফটো অ্যালবাম

(মার্কেটিং)

হেড অফিসের নিরাপত্তা কর্মীগণ

ব্রহ্মপুত্র জোনের-কর্মকর্তাবৃন্দ

বুড়িগঙ্গা জোনের-কর্মকর্তাবৃন্দ

যমুনা জোনের-কর্মকর্তাবৃন্দ

কর্ণফুলী জোনের-কর্মকর্তাবৃন্দ

মেঘনা জোনের-কর্মকর্তাবৃন্দ

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ফটো অ্যালবাম

(মার্কেটিং)

পদ্মা জোনের-কর্মকর্তাবৃন্দ

রূপসা জোনের-কর্মকর্তাবৃন্দ

সুরমা জোনের-কর্মকর্তাবৃন্দ

তিস্তা জোনের-কর্মকর্তাবৃন্দ

অঙ্গ-প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ (হেড অফিস)

কিউ.আই.এল এর - কর্মকর্তাবৃন্দ (হেড অফিস)

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ফটো অ্যালবাম

(ফ্যাক্টরি)

গাজীপুর প্লান্টের কর্মকর্তাবৃন্দ

গাজীপুর প্লান্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

শাহজাহানপুর প্লান্টের কর্মকর্তাবৃন্দ

শাহজাহানপুর প্লান্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

নন্দীগ্রাম প্লান্টের কর্মকর্তাবৃন্দ

নন্দীগ্রাম প্লান্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

পুষ্টি পূরণে কোয়ালিটি ফিডস

বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্ব আজ এক ক্রান্তিলগ্নে দাঁড়িয়ে। মহামন্দার ঢেউ আঁছড়ে পড়ছে পুরো পৃথিবীতে। আর এমন কঠিন সময়েও বিগত দিনের মতো সফলতার সাথে বাংলাদেশের মানুষের পুষ্টি চাহিদা পূরণে বড় ভূমিকা রেখে চলেছে কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড। এর মাধ্যমে মানবতার কল্যাণে আমাদের সবার লড়াকু মানসিকতাই ফুটে উঠেছে। এই ধারাবাহিকতা আগামীর কঠিন দিনগুলোতেও আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণ এবং এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে ধরে রাখব ইনশা-আল্লাহ।

আমরা অতীতে পেরেছি, আগামীও আমরা দেখতে পাচ্ছি। সবার আন্তরিক চেষ্টা আর ভালোবাসায় সফলতার ২৫ বছর পেরিয়েছি, হাজার বছরও পাড়ি দিবো ইনশা-আল্লাহ।

সর্দার সাব্বির আহম্মেদ
সি. ডিজিএম (মার্কেটিং)

পথ চলার ১৬ বছর

কোয়ালিটি ফিডস এর ২৫ বছর পূর্তিতে সবাইকে জানাই আমার পক্ষ থেকে প্রাণঢালা ভালবাসা। অনার্স পরীক্ষা দেয়ার দুই মাস পর আমার জীবনের প্রথম ইন্টারভিউ ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ ইং কোয়ালিটি ফিডস এ অংশগ্রহণ করি ও কোয়ালিটি ফিডস এর সাথে ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হই, সেই থেকে আমার পথচলা শুরু।

প্রথমে আমি কুমিল্লা রিজিওনে কাজ শুরু করি এরপর সিলেট (সুরমা জোন), টাঙ্গাইল জেলা, ঢাকা রিজিওন, টেকেরহাট রিজিওন ও নরসিংদী রিজিওনে কাজ করে এসেছি। আমি কার্য পরিবেশে সততার সাথে প্রত্যেক এজেন্ট ও খামারী ভাইদের সাথে অনেক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলাম এজন্য এখনও তারা সবাই আমাকে ফোন দিয়ে খোঁজ খবর নেয়, আমাকে দেখতে চায়। তাছাড়া কোয়ালিটি ফিডস এর সব ডিপার্টমেন্ট সবার সাথে ভাই এর মত সম্পর্ক হয়ে গেছে, এজন্য ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবতে পারিনা, কারণ আমার রক্তের সাথে মিশে গেছে।

কোয়ালিটি ফিডস এর পরিচালনা পর্ষদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমার বিপদের দিনে অর্থাৎ আমার সহধর্মিনীর দুটি কিডনি অচল হয়ে যখন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছিল সেই মুহূর্তে মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার এবং অন্যান্য পরিচালনা পর্ষদ অবিভাবক বাবার মত সার্বিক সহযোগীতা করে যা কোনদিন আমি ভুলতে পারবো না। জানিনা এ ঋণ আমি কোনদিন শোধ করতে পারবো কিনা ? আমি মহান আল্লাহর কাছে কোয়ালিটি ফিডস এর দীর্ঘায়ু কামনা করছি। সর্বশেষ, শ্রদ্ধেয় পরিচালক মরহুম ইয়াহিয়া খাঁন স্যারের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি যাতে আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করেন - আমিন।

আহমাদূল হাসান (মিঠু)
সিনিয়র ম্যানেজার (মার্কেটিং)
আর.আই.সি(ঢাকা)

অনন্তকাল রাজত্ব করুক

হাটি হাটি পা পা করে দেশের অন্যতম প্রধান শিল্প প্রতিষ্ঠান আমাদের প্রাণপ্রিয় কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড ২০২০ সালের ৪ ডিসেম্বর ২৫ বছর পুর্তি উদযাপন করছে। প্রতিষ্ঠানটি দেশের মৎস ও পোল্ট্রি খাতের অগ্রগতিতে বিরাট ভূমিকা রেখে চলেছে। এই প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে লাখো মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে সমৃদ্ধির সোপান তৈরি করেছে। আমাদের এই প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠানটি শুধু একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে নয়, এদেশে মৎস ও পোল্ট্রি খাত সৃষ্টিতেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেডের এই সাফল্যের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পেরে আমি গর্বিত। কৃষির অগ্রযাত্রায় অবিচল থাকা আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটি মানুষের আস্থা ও ভালোবাসায় অনন্তকাল রাজত্ব করুক এই প্রত্যাশায়...

ডা. মোঃ আব্দুর রহিম
জোনাল ইনচার্জ (রূপসা)

স্মৃতির পাতায় কোয়ালিটির পিকনিক

কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেডে সাথে আমার যাত্রা শুরু হয় ১ জানুয়ারি, ২০১৩। আমার চাকরি স্থায়ি হওয়ার পরপরই কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেডের পক্ষ থেকে একটি বনভোজনের আয়োজন করা হয়। আমরা কয়েকজন অফিসার মিলে ঠিক করি আমরা সিলেট ট্যুরে যাব। ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে আমারা ১০ জন অফিসার স্বপরিবারে রাত ৮.৩০ টায় উপবন এক্সপ্রেস ট্রেনের একটি কম্পার্টমেন্টে করে সবাই রওনা হই। ভোর ৫.৩০ মিনিটে সিলেট পৌঁছাই। সিলেট রেল ষ্টেশনের পাশে আসমা ইন্টারন্যাশনাল হোটেল এ গিয়ে সবাই ফ্রেশ হয়ে সকালের নাস্তা করি।

সকাল ১০টায় আমরা সবাই হোটেল থেকে বের হই এবং সুরমা রিজিওনের মার্কেটিং অফিসাররাসহ আমরা ৩৫ জন ৩ টি মাইক্রোবাস করে সিলেটের দর্শনীয় স্থান দেখতে বের হই। প্রথমেই আমরা যাই জাফলং। জাফলংয়ে গিয়ে মন ভরে যায় তার সৌন্দর্য দেখে। জাফলংয়ের পানি এতই স্বচ্ছ যা দেখে আমরা পানিতে না নেমে থাকতেই পারিনি। আশেপাশে এত সুন্দর পাহাড় দেখে মন জুড়িয়ে গিয়েছিল। ইচ্ছে হয়েছিল, সেখানে সারা জীবন কাটিয়ে দেই। কিন্তু কিছুই করার নেই। জাফলং থেকে বিকালে ফিরে গেলাম হযরত শাহজালাল (রাঃ) ও হযরত শাহপরান এর মাজারে। সেখান থেকে হোটেলে ফিরতে ফিরতে রাত ৯ টা। হোটেলে এসে রাতের খাবার শেষ করে ক্লান্ত শরীরে ঘুমিয়ে গেলাম। পরদিন সকালে আবার সকালের নাস্তা করে মাইক্রো নিয়ে গেলাম সিলেট চা বাগানে। সেখান থেকে শহরের আশে পাশে ঘুরে দুপুরে গেলাম সিলেটের বিখ্যাত হোটেল পানসীতে দুপুরের খাবার খেতে। দুপুরে ভরপেট খেয়ে বিকাল ৩ টায় বাসে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। বাসের মধ্যে অনেক গান, নাচ, ক্যানভাসিং হয়েছিল। অনেক আনন্দের মধ্যে যে কখন ঢাকায় চলে আসলাম টেরই পেলাম না। এভাবেই আমাদের পিকনিক শেষ হয়েছিল। এই পিকনিক আয়োজনে যার অবদান সবচেয়ে বেশি তিনি ছিলেন তৎকালীন সিলেট রিজিওনের রিজিওনাল ইনচার্জ জনাব জাকির হোসেন।

আমি ওই পিকনিকের কথা কোনদিন ভুলব না। কোয়ালিটি পরিবারের সদস্য হতে পেরে আমি নিজেকে গর্বিত মনে করি।

মোঃ সাজেদুল করিম
সিনিঃ অফিসার (ইন্টারনাল অডিট)

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি

<u>এনালিটিক্যাল ল্যাবঃ</u>

প্রতিটি প্লান্টে রয়েছে কোয়ালিটি কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্টের আওতায় স্বয়ংসম্পূর্ণ আধুনিক মানের এনালিটিক্যাল ল্যাব। কোম্পানি এই ল্যাবের মাধ্যমে সংগৃহীত কাঁচামাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে ফিড প্রস্তুত করে থাকে এবং প্রস্তুতকৃত সব ধরণের ফিড ব্যাচ অনুসারে ল্যাবে পরীক্ষা করে গুণগত মান নিশ্চিত হওয়ার পর তবেই বাজারজাত করা হয়।

<u>ফিড সরবরাহ ডিপোঃ</u>

কোম্পানির ফিড বিক্রয় বাড়ানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ডিপো স্থাপন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বর্তমানে দেশব্যাপী ২২টি ডিপোর মাধ্যেমে খুব সহজেই প্রান্তিক পর্যায়ের এজেন্ট ও খামারিদের কাছে তাদের চাহিদা অনুযায়ী ফিড পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

<u>ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডরঃ</u>

২০১৬ সাল থেকে এ কার্যক্রম চালু হয়। দেশের সফল, দক্ষ ও অভিজ্ঞ খামারিদের মধ্য থেকে কোম্পানি হাতে গোনা কয়েকজনকে **ব্রান্ড অ্যাম্বাসেডর** মনোনীত করে। তারা মূলত অন্য খামারিদের সাথে যোগাযোগ, অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যমে ফার্ম পরিচালনায় কিভাবে আরো দক্ষ ও লাভবান হওয়া যায় সে বিষয়গুলো তুলে ধরেন।

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি

পোল্ট্রি এন্ড ফিস ডিজিজ ডায়াগনসিস ল্যাবঃ

পোল্ট্রি ও মৎস্য খামারে বিনামূল্যে রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থা গ্রহণে ‘ডিজিজ ডায়াগনস্টিক ল্যাব’ স্থাপন করেছে কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড, যা বাংলাদেশে প্রথম। সার্বিক খামার ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে এই সেবা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ফ্রি টেকনিক্যাল সার্ভিসঃ

কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেডের শতাধিক প্রশিক্ষিত কর্মী খামার পরিচালনায় সার্বিক দিক নির্দেশনার পাশাপাশি খামার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে খামারিদের হাতে কলমে শিক্ষা দিয়ে থাকে।

টেকনিক্যাল ওয়ার্কশপঃ

এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে খামারিদের নিয়ে নিয়মিত এলাকাভিত্তিক টেকনিক্যাল সেমিনার আয়োজন করা হয়। এসব সেমিনারে খামারিদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ভুলত্রুটি শুধরে দেওয়া হয়। এতে খামারিরা ফার্ম পরিচালনায় আরো দক্ষ হয়ে উঠেন।

একটি সুন্দর ভ্রমনের স্মৃতিচারণ

২০০১ সালের জুলাইয়ে কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেডের সেলস বিভাগে যোগদান করি। সেলস বিভাগ বলতে হেড অফিসে মাত্র তিনজনের একটি টিম ছিল। তখন গাজীপুর ছাড়া অন্য কোন ফিড মিল বা ডিপো ছিল না। প্রতিদিন ৫০০-৬০০ টনের মত ওভার ডিও থাকতো। সেলস বিভাগের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ থাকতো। চাহিদা অনুযায়ী ফিড দিতে না পারার যন্ত্রণাও ছিল বেশ। সকালে অফিসে ঢুকেই দেখতাম আগের দিনের বেশ কয়েকটি ট্রাক ফিড না পাওয়ার জন্য যেতে পারেনি। এর মধ্যে বেশিরভাগই থাকতো আগে থেকে না বলে পাঠিয়ে দেয়া এজেন্টদের ট্রাক।

ওই সময় ফ্যাক্টরির সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা এত উন্নত ছিল না। আমাদের হেড অফিস থেকে ওয়্যারলেসের মাধ্যমে কথা বলতে হতো, “হ্যালো, মাইক ওয়ান, মাইক ওয়ান।” এক প্রান্তে কথা বললে অন্য প্রান্ত থেকে কথা বলার সুযোগ ছিল না। সবাইকে ওয়্যারলেসের সামনে এসেই কথা বলতে হতো।

হেড অফিসে কর্মকর্তা বলতে সব মিলিয়ে ১৩ জন। যারা ছিল সবাই ব্যাচেলর। কাজ, আনন্দ আর হাসি তামাশা ছিল উপজীব্য। কখন যে অফিস সময় শেষ হয়ে যেত টেরই পেতাম না। মজার ব্যাপার হলো, বৃহস্পতিবার হলেই সবাই বাইরে ঘুরতে যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠত। অফিস টাইমের পর বাইরে মাইক্রো রেডি থাকতো। আমরা অফিসেই কাপড় পরিবর্তন করে চলে যেতাম নতুন কোন এক অজানা গন্তব্যে। খুব উপভোগ্য ছিল সে সময়ের দিনগুলো। এজেন্টরা যদি জানতে পারতো আমরা আসছি তাহলে আমাদের জন্য রাস্তায় অপেক্ষা করত। কোনভাবেই তাদের আপ্যায়ন উপেক্ষা করে যেতে পারতাম না। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, সে সময় সব গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্রই আমরা ঘুরে দেখেছিলাম। আমার মনে পড়ে প্রথম বান্দরবন ট্যুরের কথা। সে সময় আমি, অডিট ইনচার্জ সাদেক ভাই ও একাউন্টসের রাসেল (বর্তমানে কর্মরত নেই) বাসে চেপে বান্দরবনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলাম। চিটাগং গিয়ে দেখি বান্দরবনে ধর্মঘট চলছে। কোন গাড়ী বা জিপ (চান্দের গাড়ী) যাচ্ছে না। পরে স্থানীয় এক সাংবাদিকের সহায়তায় তাদের মাইক্রোবাসে করে বান্দরবন পৌঁছেছিলাম। বান্দরবনতো গেলাম, চিম্বুক পাহাড় দেখবো কি করে? দাঁড়িয়ে আছি কোনো ট্রান্সপোর্ট নেই। এক পাহাড়ি ব্যবসায়ি ভাই ট্রাকে করে শুঁটকি (চাকমাদের বিশেষ ধরণের এক প্রকার খাদ্য নাম-ন্যাপ্পি) নিয়ে যাচ্ছে। তাকে অনুরোধ করে শুঁটকির উপরে দাঁড়িয়ে রওনা হলাম। শুঁটকির বিশ্রী উটকো গন্ধ নাকে আসছিল বারবার। এক পর্যায়ে পাহাড়ি আঁকা-বাঁকা পথ আর নান্দনিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিল, ভুলে গিয়েছিলাম শুঁটকির গন্ধ। আমাদের বান্দরবন যে এত সুন্দর ঐ দিন ট্রাকের উপরে ভ্রমন না করলে কোনভাবেই বুঝতাম না। ফিরে আসার ব্যাপারটা ছিল আরো চমকপ্রদ। ধর্মঘটে গাড়ি তো বন্ধ। কিভাবে আসবো? রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি অনেকক্ষণ ধরে। কোন ট্রান্সপোর্ট নাই। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর একটি নষ্ট চান্দের গাড়ী ঢাল বেয়ে এসে কিছুটা সমতল জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল। ড্রাইভার ও হেলপার যাবে বান্দরবনে মেরামত করাতে। আমাদেরকে একটু ধাক্কা দিয়ে ঢালে নামিয়ে দিতে অনুরোধ করলো। আমরা বললাম, “ধাক্কা দিতে পারি তবে আমাদেরকেও সাথে নিতে হবে।” ওরা বললো, “জিপতো নষ্ট।” আমরা বললাম, “তোমরা যেতে পারলে আমরাও পারবো।” ধাক্কা দিয়ে ওঠে বসলাম জিপে। যদ্দুর মনে পরে চিম্বুক পাহাড় থেকে বান্দরবন প্রায় ২০ কিলোমিটার এই পুরো পথটা পাহাড়ি ঢালের জন্য ড্রাইভার বার বার ব্রেক চেপেছে। যেহেতু জিপটি ছিল নষ্ট তাই ইঞ্জিনের কোন শব্দ না থাকায় এই জার্নিটুকুও বেশ আনন্দের ছিল। সারা পথে আর একবারও ধাক্কা দেওয়ার প্রয়োজন হয়নি। কারণ পুরো পথটাই শুধু নিচের দিকে নেমেছিলাম। এ রকম ছোট ছোট সুন্দর অভিজ্ঞতা আমাদের সব ট্যুরেই কম-বেশি ছিল, যা এই ছোট্ট লেখায় শেষ করা যাবে না।

কাজের সাথে আনন্দ আর পারিবারিক বন্ধন - এটি কিউএফএলে না আসলে কোন দিনই বুঝতাম না। সব মিলিয়ে এজেন্ট ছিল ৭০-৭৫ জনের মতো তাদের প্রত্যেককে আমরা সবাই ভালোভাবে জানতাম, বুঝতাম। এজেন্টরাও আমাদের সবাইকে ভালোভাবে চিনত, জানত। তাদের আন্তরিকতা এমন ছিল যে, অফিসে আসলে আমাদের জন্য তাদের এলাকার বিখ্যাত (মিষ্টি ও দই ইত্যাদি) কিছু না কিছু, না নিয়ে আসত না। সে সময়ের দিনগুলো ছিল সত্যিই বেশ অসাধারণ।

স্মৃতিচারণ সত্যি বেশ কঠিন একটা কাজ। কারণ এত স্মৃতি এই ছোট্ট লেখনীতে শেষ হওয়ার নয়। সকলের জন্য দোয়া থাকলো। মহান আল্লাহ কোয়ালিটি ফিডস পরিবারের সবার মঙ্গল করুক।

মোঃ সাইদুর রহমান
সি.এজিএম(এমআইএস)

কোয়ালিটির সাথে আমার পথচলা

৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৫ ইং তারিখে দূরদর্শী ও স্বপ্নচারী কয়েকজন তরুণ উদ্যোক্তার হাতে কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড নামক যে প্রতিষ্ঠানের বীজ বপন হয়েছিল, তা আজ বাংলাদেশের একটি স্বনামধন্য এগ্রোবেইজ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমাদৃত। QFL-এর সাথে আমার সম্পর্ক দুই দশকেরও অধিক। শিক্ষা জীবন শেষ করে ২০০০ সালের ২ মে উত্তরা মডেল টাউন এর ৩ নং সেক্টরের ৮ নং রোডের ১৪ নং হাউজের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত প্রধান কার্যালয়ে আমি জুনি. একাউন্টস অফিসার হিসেবে কর্ম জীবন শুরু করি, ওই সময় হেড অফিসে ৪ জন কর্মকর্তা ও ২ জন অফিস সহকারী সরাসরি ডিরেক্টর স্যারদের তত্ত্বাবধানে কাজ করতাম। তখন বেশির ভাগ মানুষ জানতই না যে, মাছ ও মুরগির জন্য খাবার তৈরি হয়। কিন্তু দূরদর্শী কর্তৃপক্ষ জানতেন, জনবহুল বাংলাদেশে মাছ ও মুরগির খাবারের চাহিদা একদিন প্রসার লাভ করবে।

চাকরির প্রথম দিকে হেড অফিসের প্রায় সব অফিসারই ছিল ব্যাচেলর। একদিন আমরা এস.এম. ফিরোজ স্যারের (সাবেক ডিএমডি) কাছে বলি, “স্যার আমরা ঘুরতে যাব।” স্যার অনুমতি দিলেন। আমরা স্যারের কাছ থেকে মাইক্রো বাসের ভাড়া ও তেলের টাকা চাইলাম। স্যার পকেট থেকে টাকা বের করলেন এবং বললেন, “আর চাবি না”। খরচের টাকা নিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে ঘুরতে বের হই। শুক্রবার ও শনিবার অনেক হৈ-হুল্লোড় করে ক্লান্ত শরীরে ঘুমন্ত চোখে রবিবারে ক্যাজুয়াল ড্রেসে অফিসে আসলাম। ভিসি স্যার কাজের জন্য আমাকে তার রুমে ডাকলেন। আমাকে দেখে স্যার জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার এই অবস্থা কেন? ” আমি কিছুটা সংকোচ ও ভয় নিয়ে বললাম, “স্যার আমরা ২ দিনের জন্য ঘুরতে গিয়েছিলাম। ওখান থেকে সরাসরি অফিসে এসেছি।” তখন ভিসি স্যার আমাদের সবাইকে লাঞ্চের পর ছুটি দিয়ে দিলেন। তার কিছুদিন পর স্যারেরা আমাদের ইন্ডিয়া ট্যুরের ব্যবস্থা করে দিলেন। আমরা হেড অফিস ও ফ্যাক্টরি মিলে মোট ৩৪ জন অফিসার শিলিগুড়ি ও মেঘালয় গিয়েছিলাম। তামাবিল ও ডাউকি পয়েন্টে দিয়ে চেক ইন করে শিলিগুড়ি পৌঁছাতে পৌঁছাতে রাত হয়ে গিয়েছিল। রাতে আমরা খাবার জন্য একটি হোটেলে গিয়েছিলাম। হোটেলে গিয়ে সবজি, মাছ ও মাংস অর্ডার করলাম। এটা শুনে ম্যানেজার আমাদের নিকট কনফার্ম করতে আসলেন এবং বললেন “সবজি খাবেন, মাছ খাবেন আবার মাংসও কি খাবেন?” আমরা বললাম, “হ্যাঁ।” তখন আবার হোটেল এর মালিক এসে বললেন, “সবজি, ২ পিস মাছ এনাফ”। আমরা বললাম, “টাকা দিয়ে খাব, তোমার সমস্যা কি?” এটা নিয়ে নিজেরা অনেক হাসাহাসি করলাম।

কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড এর পরিচালনা পর্ষদের সফল ও দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে আজ ‘কোয়ালিটি’ একটি ব্র্যান্ডের নাম। বাংলাদেশের প্রতিটি আনাচে কানাচে কোয়ালিটি ফিডের লোগো সম্বলিত ব্যাগ দেখা যায়, যা নিজেকে আলোড়িত করে। গত বিশ বছরে স্যারদের কাছ থেকে অনেক ভালবাসা ও শাসন পেয়েছি। স্যারদের প্রতি রইল অনেক কৃতজ্ঞতা। এছাড়াও সহকর্মীদের কাছ থেকে অনেক সহযোগিতা পেয়েছি, যাদের অনেকে আজ অবসর গ্রহণ করেছেন। তাদের সকলের জন্য মঙ্গল কামনা করছি। সহকর্মীদের মাঝে অনেকে বেঁচে নেই। তাদেরকে অত্যন্ত গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। বিশেষ করে মরহুম এ.এস.এম. ইয়াহিয়া খাঁন (মতি) স্যারের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি। আল্লাহ যেন স্যারকে বেহেস্ত নসিব করেন।

কোয়ালিটি ফিডস অত্যন্ত সুনামের সাথে হাজার বছর ধরে ব্যবসা পরিচালনা করুক এবং বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করুক এই কামনা করি।

ছাদেকুর রহমান
জিএম -ইন্টারনাল অডিট

কোয়ালিটি ফিডস

সেই যে কবে যাত্রা হলো শুরু
হাটি-হাটি, এক'পা-দু'পা করে,
দুরু দুরু বুকে।

এখন সে তো ব্যস্ত আপন কাজে।
পঁচিশ বছর পেরিয়ে, সে যে আজই,
ছাব্বিশে সে ভীষণ কাজের কাজী।

কতো লোকে এক নামে তারে চিনে
গর্ভ করে নেয় যে সবাই কিনে।

ভাবছ বুঝি, কোন সে মহাজন
সবাইরে তার কিসের প্রয়োজন ?

বলতে পারি যদি করো ডিট
নামটি যে তার কোয়ালিটি ফিডস।

- মোঃ হারুন অর রশীদ
জোনাল ইনচার্জ (ব্রহ্মপুত্র)

তোমার অবদান

সালটি ছিল ১৯৯৫
গাজীপুর হতে করেছো যাত্রা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে
খামারিকে ভালো কিছু দিবার
ব্রত অঙ্গিকার নিয়ে
হাটি-হাটি পা-পা করে এগিয়েছো তুমি

তুমি আজ ২৫ বছরের টগবগে যুবক
তুমি রেখেছো আজ অনেক অবদান
পোল্ট্রি ও মৎস সেক্টরে
অভিভাবক হয়ে পথ দেখিয়েছো
সেক্টরের অনেক ক্রান্তিকাল সময়ে

চ্যাম্পিয়ন আর প্রিমিয়াম লেয়ারে
প্রান্তিক খামারি আজ ধন্য
তোমাকে ভালোবাসে বলেই
পুকুরে পুকুরে কোয়ালিটি ফিড অনন্য

- মোঃ আক্তার সাইদ
ম্যানেজার, মার্কেটিং অ্যাফেয়ার্স

অভিজ্ঞতা

শুভ যাত্রা কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড
৪ঠা ডিসেম্বর-১৯৯৫ সাল
এই দিনটাকে স্মরণীয় করে
রাখবো চিরকাল।
কনা থেকে বিন্দু হলো
বিন্দু থেকে বৃত্ত,
কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড এখন
দেশের পোল্ট্রি শিল্পের শ্রেষ্ট।
বাড়ছে চাহিদা, বাড়ছে ফিড মিল
নাইতো কারো তুল্য,
কোয়ালিটি ফিডস সর্বদাই
সবার চেয়ে ভিন্ন।
তাই সব খামারীরা আজ, কোয়ালিটি ফিডের
খাদ্য খাওয়ায়ে হয়েছে ধন্য।
কোয়ালিটি ফিডস ৪ ঠা ডিসেম্বর-২০২০ সাল
করলো পঁচিশ বছর পূর্ণ।
আজ এই শুভ জন্মদিনে ধন্য সবাই ধন্য
কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেডের সফলতার জন্য।

- মোঃ মিলন মিয়া
ম্যানেজার-প্রোডাকশন (শাহজাহানপুর প্লান্ট)

টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার

ইটিপি প্লান্টঃ

ফুড প্রসেসিং প্লান্টে স্থাপন করা হয়েছে ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (ETP)। এর মাধ্যমে প্লান্টে ব্যবহৃত পানি জীবাণুমুক্ত ও বিশুদ্ধ করে পুনরায় ব্যবহার উপযোগী করে তোলা হয়। এতে পানির অপচয় কম হয় ও পরিবেশ ভাল থাকে।

কাঁচামালের সর্বোত্তম ব্যবহারঃ

ভোক্তাদের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে কোয়ালিটি গ্রুপের প্রতিটি প্লান্টে পণ্য উৎপাদনে বিশুদ্ধ ও ক্ষতিকর রাসায়নিক মুক্ত জৈব কাঁচামাল ব্যবহার করা হয়। অনেক যাচাই-বাছাই করে ভাল উৎস থেকে কাঁচামাল ক্রয় ও আমদানি করা হয় বলে কাঁচামালের জৈব নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়া যায়।

সৌর বিদ্যুতের ব্যবহারঃ

নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতে পলি প্রোপাইলিন ব্যাগ উৎপাদনকারী প্লান্টে সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে। জৈব জ্বালানির পরিবর্তে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে পরিবেশকে নির্মল রাখতে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার

তুষ বয়লারের ব্যবহারঃ

উৎপাদন প্লান্টে ফিডকে জীবাণুমুক্ত করতে জলীয় বাষ্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এজন্য কোয়ালিটি গ্রুপের বিভিন্ন প্লান্টে জৈব জ্বালানির পরিবর্তে ফেলে দেওয়া তুষ বয়লারে ব্যবহার করে জলীয় বাষ্প উৎপাদন করা হয়। জৈব জ্বালানির পরিবর্তে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে তুষের এ ব্যবহার কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বর্জ্য হ্রাস ও পুনঃব্যবহারঃ

বৈশ্বিক পরিবেশ রক্ষায় বর্তমানে বর্জ্য হ্রাস ও বর্জ্যের পুনঃব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। আমাদের লক্ষ্য হলো বর্জ্য হ্রাস করে সর্বোচ্চ উৎপাদন নিশ্চিত করা এবং উৎপাদিত বর্জ্যকে অন্য খাতের জন্য পুনঃব্যবহারযোগ্য করে তোলা।

বায়ো গ্যাস প্লান্টঃ

পরিবেশ পরিছন্ন, সুন্দর ও নির্মল রাখতে এ গ্রুপের খামারগুলোয় বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। এ প্লান্টের মাধ্যমে খামারে উৎপন্ন বর্জ্য, খাদ্যের উচ্ছিষ্ট অংশ, বিষ্ঠা ও মলমূত্র যত্রতত্র না ফেলে গ্যাস উৎপাদনে কাজে লাগিয়ে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। বায়োগ্যাস ছাড়াও উপযোগ হিসেবে কিছু জৈব সার পাওয়া যাচ্ছে। পরিছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষায় এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

অভিজ্ঞতা থেকে বাস্তব কিছু কথা

আমি প্রথমে কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেডের সম্মানিত পরিচালকদের জানাই স্যালুট, শ্রদ্ধা ও সালাম। আমি কৃতজ্ঞ এজন্য যে, আমাকে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে দু-একটি লাইন লেখার সুযোগ করে দিয়েছেন।

আমার প্রথম কর্মজীবন শুরু হয় ১৯৯৮ সালের মার্চে। কতই না স্মৃতি জমে আছে ওই সময়ের! আমি সাধারণ সিকিউরিটি হিসেবে গাজীপুর প্লান্টে যোগদান করি। তখনকার সিকিউরিটি ইনচার্জ আমাকে বলেছিলেন, 'তরিকুল তোমার ডিউটি দুপুর ২টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত।' আমি তার কথামত ডিউটি শুরু করি এবং পুরোনো একজন সিকিউরিটি গার্ডকে নিয়ে প্লান্টের সবকিছু ঘুরে দেখে দায়িত্ব বুঝে নিই। দায়িত্ব পালন করতে করতে আমি নিজেই কাজের দক্ষতা অর্জন করি। ওই সময়ে যেসব কর্মকর্তা ছিলেন তাদের অনেকেই বেঁচে নেই। আবার অনেকেই অবসর নিয়েছেন। শ্রমিক ছিল হাতেগোনা কয়েকজন। তাদের অনেকেই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। যারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন তাদের আত্মার মাগফিরাত এবং যারা অবসরে গেছেন তাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করছি।

গাজীপুরে প্রথম প্লান্টের সামনে পশ্চিম পাশে একটি বড় পুকুর ছিল। সেই পুকুরের স্মৃতি মনে করিয়ে দেয় মালিক-শ্রমিকের মধ্যে কতই না গভীর সম্পর্ক তৈরি হতে পারে। আমাদের অনুপ্রেরণা দিতে মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার একবার ওই পুকুরে সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন। আর সেই সাঁতার প্রতিযোগিতায় স্যারই প্রথম হয়েছিলেন। আমি সম্মানের সাথে তাঁকে স্যালুট জানাই। এমন ভালো মনের মানুষ আছে বলেই পৃথিবী এত সুন্দর।

ডিএমডি স্যারের কিছু কথা: ডিএমডি স্যার প্লান্টে আসলেই আমাদের মন আনন্দে ভরে উঠত। আমাদের থাকা-খাওয়ার একটি ছোট মেস ছিল। একদিন হঠাৎ ডিএমডি স্যার প্লান্টে আসার পর আমরা তাকে দুপুরে আমাদের সঙ্গে খাওয়ার আমন্ত্রণ জানাই। স্যার বন্ধুর মত সাদরে আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। ওই দিন তিনি আমাদের সবার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া শেষে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে বলেছিলেন, 'খাবার খুব সুস্বাদু ছিল। তোমরা যদি পারো কলা পাতায় করে একই খাবার আমার জন্য বাসায় পার্সেল করে দিও।' আমরা আনন্দের সাথে স্যারের কথামত খাবার কলা পাতা দিয়ে পার্সেল করে দিয়েছিলাম। শ্রমিকের প্রতি মালিক কত আন্তরিক হলে এত বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করেন- এটা ভাবলে আমি এখনো অবাক হই।

প্রতি বছর ঈদের আগেই সম্মানিত পরিচালকরা প্লান্টে আসতেন। আমরা তাদের কাছে দোয়া নিতে গেলেই আমাদের বুকে জড়িয়ে কোলাকুলি করতেন। এসব স্মৃতি আমরা কখনো ভুলতে পারব না। আল্লাহর কাছে এসব মহান মানুষদের জন্য প্রাণ খুলে দোয়া করি, আল্লাহ যেন তাদের সার্বক্ষণিক সুস্থ রাখেন। যেখানে এত ভালোবাসা, সেখানে কোন কষ্টই কষ্ট মনে হতো না, মনে পড়তো না বাড়ির কথা।

আমাদের বিনোদনের জন্য একটি সাদা-কালো টেলিভিশন ছিল। আমরা সারাদিন ডিউটি শেষে সন্ধ্যায় অফিস রুমের ফ্লোরে বসে একত্রিত হয়ে সেই টেলিভিশনে নাটক-সিনেমা দেখতাম। একে অপরের কাঁধে হাত রেখে আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতাম। মালিক-শ্রমিক কারো মনে কোন অহংকার ছিল না।

আরো একটি বিশেষ স্মৃতি আমার আজো মনে পড়ে, যা কোনদিন ভুলবার নয়। একবার ঈদের ছুটি চলাকালীন পাঁচ-ছয়টি ভুট্টার ট্রাক মিলে চলে আসে। ওই সময়ে কোন ওয়ার্কার মিলে ছিল না। এ খবর শুনে ডিএমডি স্যার নিজে মিলে চলে আসেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমি নিজেই মাল আনলোড করবো।' তার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে আমরা সম্মানের সাথে তাকে বললাম, 'আমরা থাকতে স্যার আপনি কেন এই কথা বলেন? আমরাই সব গাড়ির মাল আনলোড করবো।' তখন আমরা সিকিউরিটি গার্ড ছিলাম ৫-৬ জনের মত। সবাই হাফ প্যান্ট-গেঞ্জি পরে ও মাথায় গামছা বেঁধে গাড়িগুলো থেকে মাল আনলোড শুরু করলাম। আস্তে আস্তে সব গাড়ির মাল আনলোড হওয়ার পর ডিএমডি স্যার খুশি হয়ে আমাদের পুরস্কৃত করেছিলেন।

এভাবে যদি স্মৃতির কথা লিখতে থাকি, কলমের কালি শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু লেখা শেষ হবে না। সবশেষে আমি বলতে চাই, সবার সততা এবং কর্ম দক্ষতার সুবাদে আজ কোয়ালিটি ফিডস এক বিশাল পরিবার এবং বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সুনাম অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

আমি আনন্দের সাথে আরো বলতে চাই, আমাদের চাওয়া-পাওয়া কখনো পূরণ না হয়ে থাকেনি। আমাদের মনে যখন কোন ইচ্ছা হতো কিছু পাওয়ার, তা আগেই চেয়ারম্যান স্যার কিভাবে জানি টের পেয়ে যেতেন। আমি মহান আল্লাহর কাছে আমাদের চেয়ারম্যান স্যারসহ সব পরিচালকদের দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

মোঃ তরিকুল ইসলাম
সিকিউরিটি ইনচার্জ, গাজীপুর

সেবা ও মানবিকতায় QFL

২০২০ সাল বিশ্ববাসীর জন্য এক মহাবিপর্যয়ের বছর। আমরাও এর বাইরে নই। মহামারি করোনার কারণে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ছেদ পড়েছে। আয়-উর্পাজন বন্ধ হয়ে পড়ায় অনেকে দুর্বিষহ জীবন-যাপন করছে। কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড এই মহামারি মোকাবেলায় অসহায় মানুষের দুর্দশা লাঘবে সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছে। এ ধরনের উদ্যোগ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

করোনাকালীন দুস্থ ও অসহায় মানুষদের সহায়তায় বগুড়ার শাহজাহানপুরে স্থায়ীভাবে একটি লঙ্গরখানা স্থাপন করা হয়েছে। এই লঙ্গরখানা থেকে ইতোমধ্যে প্রায় ১ লাখ মানুষকে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আগামী শীতে দুস্থ ও শীতার্তদের সহায়তার জন্য প্রাক-প্রস্তুতিও সম্পন্ন করেছে কোয়ালিটি গ্রুপ।

কোভিড-১৯ মহামারিকালীন এ সময়ে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে করোনার প্রাদুর্ভাবের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ দুস্থ মানুষদের জন্য বিনামূল্যে রান্না করা খাবার বিতরণের উদ্দেশ্যে কোয়ালিটি গ্রুপ ১২ হাজার কেজি (১২ টন) প্রক্রিয়াজাত করা মুরগি সরবরাহ করেছে।

কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড কোভিড-১৯ এর দূর্যোগকালীন সময়ে প্রান্তিক খামারীদের সহায়তার বিশ (২০) হাজারটি ৫০০ টাকা মূল্যের ক্যাশ ভাউচার প্রদান করেছে। যার মূল্যমান প্রায় ১ কোটি টাকা।

সেবা ও মানবিকতায় QFL

মেরুদণ্ডে আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ও তাদের পুনর্বাসনের জন্য ১৯৭৯ সালে সেন্টার ফর রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইজড (সিআরপি) প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি রোগীদের শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছে। কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড ২০১০ সাল থেকে এ কেন্দ্রের রোগীদের কম্পিউটার ও সেলাইমেশিনসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদি অনুদান হিসেবে দিয়ে সহায়তা করে আসছে।

কেন্দ্রিয় জাকাত পরিচালনা কেন্দ্র (সিজেডএম): সেন্টার ফর জাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেডএম) একটি ধর্মীয় সামাজিক উদ্যোগ। এটি মুসলমানদের মধ্যে জাকাত সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি ও পরিকল্পিতভাবে জাকাত বিতরণের জন্য কাজ করছে। কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড প্রাথমিক শিক্ষা, পুষ্টি প্রকল্প ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা দিতে সিজেডএমের মাধ্যমে জাকাত তহবিলে নিয়মিত জাকাত দিয়ে আসছে।

জালালাবাদ ব্লাইন্ড ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন: এ সমিতি সিলেটে জালালাবাদ আই হাসপাতাল নামে একটি চক্ষু হাসপাতাল পরিচালনা করে। এছাড়া এটি সুবিধাবঞ্চিত অন্ধ রোগীদের চিকিৎসায় বিনামূল্যে বিভিন্ন এলাকায় চক্ষু শিবিরের আয়োজন করে থাকে। কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড ২০১২ সাল থেকে ওষুধ, অপারেশনের যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও ব্যয় নির্বাহের জন্য সমিতিতে নিয়মিত অনুদান দিয়ে আসছে।

সেবা ও মানবিকতায় QFL

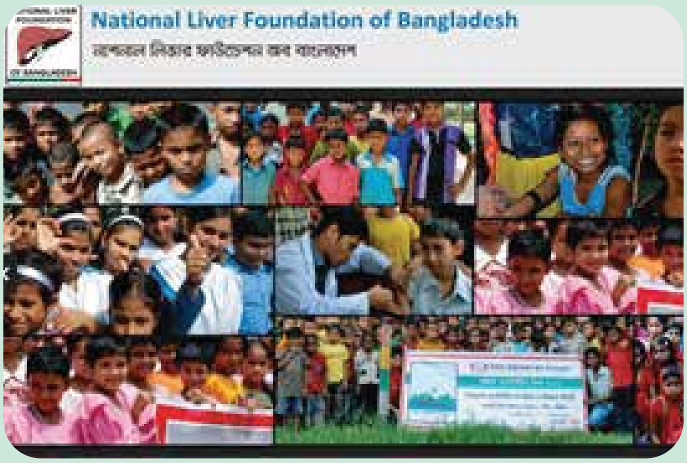

ন্যাশনাল লিভার ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ: রাজধানীর পান্থপথে অবস্থিত ন্যাশনাল লিভার ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ লিভারের রোগ প্রতিরোধ, চিকিৎসা, শিক্ষা এবং গবেষণার জন্য নিবেদিত একটি অলাভজনক সংস্থা। কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড এই ফাউন্ডেশনে চিকিৎসা ও গবেষণা সুবিধা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত তহবিলের যোগান দিয়ে আসছে।

চ্যারিটি রাইট বাংলাদেশ: চ্যারিটি রাইট বাংলাদেশ দারিদ্র্যের শিকার শিশুদের পুষ্টি সরবরাহ, শিক্ষা ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে এ সংস্থাটি ৮৬৪ জন এতিম শিশু, ১ হাজার ২৫ জন দরিদ্র শিশু, ৩০ জন অটিজমে আক্রান্ত শিশু, ২৩ জন প্রতিবন্ধী শিশু এবং ৭২টি নিঃস্ব পরিবারের মধ্যে তাদের সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দারিদ্র্যের শিকার শিশুদের পুষ্টি সরবরাহ, শিক্ষা ও তাদের জীবনমান উন্নয়নের ভূমিকা রাখতে পেরে গর্বিত।

শিশু পল্লি প্লাস (এসপিপি): গাজীপুরের শ্রীপুরে অবস্থিত শিশু পল্লী প্লাস (এসপিপি)। নিঃস্ব মা ও তাদের শিশু সন্তানদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। বর্তমানে ১৩০ জন মা ও ৫৪০ জন শিশু এসপিপির উপকারভোগী। কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড ২০০৮ সাল থেকে এসপিপির সাথে সুবিধাবঞ্চিত এসব মা ও শিশুদের সর্বাত্মক সহযোগিতার চেষ্টা করে আসছে।

সেবা ও মানবিকতায় QFL

সুবার্তা ট্রাস্ট: ঢাকার সাভার এবং নেত্রকোনায় বয়োবৃদ্ধদের সহায়তার জন্য সুবার্তা ট্রাস্ট গড়ে তোলা হয়। এটি মূলত বয়োবৃদ্ধদের জন্য আবাসন সুবিধা দিয়ে থাকে, যেখানে তাদের থাকা-খাওয়া ও বিনোদনের ব্যবস্থাও রাখা হয়। কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড ২০১০ সাল থেকে সুবার্তা ট্রাস্টের সাথে বয়োবৃদ্ধদের সহায়তায় কাজ করছে। এর আওতায় কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড মানিকগঞ্জের স্বপ্নলোক শান্তি উপত্যকায় একটি কুটির স্থাপন এবং এর বাসিন্দাদের জন্য একটি অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করেছে। এছাড়া সুবার্তা ট্রাস্টের বিভিন্ন কর্মসূচিতেও কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড সহায়তা দিয়ে আসছে।

এসোসিয়েশন ফর কারেকশন এন্ড সোসাল রিকলামেশন (এসিএসআর): এসোসিয়েশন ফর কারেকশন এন্ড সোশ্যাল রিকলামেশন (এসিএসআর) একটি এনজিও, যা সামাজিক সমস্যা দ্বারা পীড়িত নারী ও শিশুদের অর্থনৈতিক মুক্তি ও নৈতিক উন্নয়নে সহায়তা দিয়ে থাকে। কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড ২০১৩ সাল থেকে কম্পিউটার, প্রশিক্ষণ সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি সরবরাহের মাধ্যমে তাদের সহায়তা করে আসছে।

ডেভেলপ হিউম্যানিটেরিয়ানিজম ফর দ্যা আন্ডারপ্রিভিলেজড (ডিএইচইউপি): এই প্রতিষ্ঠানটি সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মানসিক বিকাশে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। তারা সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার পরিবেশ তৈরি ও তাদের ঝরে পড়া রোধে কাজ করে যাচ্ছে। কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড এ কার্যক্রম পরিচালনায় তহবিল যোগান দিয়ে আসছে।

সেবা ও মানবিকতায় QFL

ন্যাশনাল ফেলোসিপ ফর দ্যা এডভ্যান্সমেন্ট অব ভিজ্যুয়ালি হ্যান্ডিক্যাপ (এনএফএইচএইচএইচ): এটি গাজীপুরের টঙ্গীতে অবস্থিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের ধর্মীয় শিক্ষা কেন্দ্র। কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড এ প্রতিষ্ঠানের অন্ধ শিক্ষার্থীদের খাদ্য, পোশাক ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর প্রয়োজন মেটাতে তহবিলের যোগান দিয়ে আসছে।

দূররে সামাদ রহমান উচ্চ বিদ্যালয় ২০০৪ সালে মৌলভীবাজারের রাজনগরে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর এই অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতে বিদ্যালয়টি নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে। এরই ফলশ্রুতিতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পিএসসি, জেএসসি ও এসএসসি পরীক্ষায় ধারাবাহিকভাবে সাফল্য অর্জন করে আসছে। কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড শুরু থেকেই এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে সহায়তা দিয়ে আসছে, যা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

উই ফাউন্ডেশন: এটি একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। ২০০৯ সাল থেকে এটি দরিদ্র শিশুদের নীতি শিক্ষা, ইংরেজি ভাষা শিক্ষা, কম্পিউটার ও কর্মমুখী (সেলাই, কাটিং ও নার্সিং ইত্যাদি) প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড এই সংস্থায় তহবিল যোগান দিয়ে এ কার্যক্রমের অংশীদার হতে পেরে গর্বিত।

সেবা ও মানবিকতায় QFL

ইউকেবিইটি (ইউকে-বাংলাদেশ এডুকেশন ট্রাস্ট): ইউকে বাংলাদেশ এডুকেশন ট্রাস্ট (ইউকেবিইটি) যুক্তরাজ্য ভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক এনজিও। এটি ১৯৯৩ সাল থেকে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও ভাষা শেখার উন্নয়নে কাজ করে আসছে। কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড তহবিল যোগানের মাধ্যমে এই সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করে আসছে।

দেশের যেকোন প্রাকৃতিক দূর্যোগে কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড অসহায় মানুষদেরকে সেবা দিতে সচেষ্ট থাকে। গত ২০০৪, ২০০৭ সালের বন্যা, ২০১৩ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার টর্নেডোতে ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তা, ২০১৭ সালে সিরাজগঞ্জ, সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তা প্রদান করে।

কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড শুরু থেকেই অসহায় রোগীর চিকিৎসা, মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি, অসচ্ছল কর্মীদের হজ্বব্রত পালনে সহায়তা, বিদ্যালয় ও এতিমখানার উন্নয়ন এবং গৃহহীন দরিদ্র মানুষের জন্য আশ্রয়স্থল নির্মাণে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে আসছে। ইনশা-আল্লাহ এই সহায়তা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

প্রস্তাবিত কিউ সেন্টার

QFL

কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড
Quality Feeds Limited

হেড অফিস ঃ বাড়ি নং-১৪, রোড নং-৭, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন ঃ +৮৮ ০২ ৪১০৯০৩৯০ (ওভারসিস), +৮৮০ ৯৬৭৮১১১৫৫৫ (লোকাল)
E-mail: info@qfl.com.bd, Web: www.qfl.com.bd
ফ্যাক্টরি ঃ শিরিরচালা, বাঘেরবাজার, গাজীপুর-জামুন্না, শাহজাহানপুর,
বগুড়া-কাথম, নন্দীগ্রাম, বগুড়া

রজতজয়ন্তী
সাফল্যের ২৫ বছর
উদযাপন

১৯৯৫ - ২০২০

২৫ বছর পূর্তিতে
সকল অংশীদার ও শুভানুধ্যায়ীদের
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

QFL

কোয়ালিটি ফিডস লিমিটেড